আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৬ জানুয়ারি, ২০২৪
৩০ পৌষ ১৪৩০
৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 16 ■ Daily APONZONE ■ 16 January 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেস ও আপের জোট ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত না হলেও চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে জোটের পথে হাঁটল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। আসন সমঝোতা নিয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সঙ্গে যখন বিরোধ চরমে তখন কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রীর পথে এগোল তৃণমূলের বন্ধু দল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। যদিও এই সমঝোতা নিয়ে এখনও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। আম আদমি পার্টি (আপ) এবং কংগ্রেস চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে। সূত্রের খবর, এই চুক্তির আওতায় আম আদমি পার্টি মেয়র পদে লড়বে এবং কংগ্রেস সিনিয়র ডেপুটি মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে লড়বে। লোকসভা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আম আদমি পার্টি (এএপি) ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনার মধ্যেই চূড়ান্ত সমঝোতা হল চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচন ঘিরে। এই ঘটনা ঘটল।

আগামী ১৮ জানুয়ারি চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (এএপি) ও কংগ্রেস জোট বদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে এবং পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন এই দুটি দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) চেয়ে এগিয়ে থাকবে। ৩৫ সদস্যের চণ্ডীগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিজেপির ১৪ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। দলের একজন পদাধিকারী সদস্য এমপিও রয়েছেন যার ভোটাধিকার রয়েছে। আম আদমি পার্টির ১৩ জন এবং কংগ্রেসের ৭ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। শিরোমণি অকালি দলের একজন কাউন্সিলর রয়েছেন। মেয়র, সিনিয়র ডেপুটি মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেস ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ভোটদানে বিরত ছিল, যার ফলে মেয়র নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল। সংসদের পাঁচ বছরের মেয়াদে প্রতি বছর তিনটি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর মেয়রের আসনটি তফসিলি জাতি (এসসি) শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

মমতার সুরেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিরোধিতায় ওয়েসি

আপনজন ডেস্ক: 'এক দেশ, এক নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই এগালেনঅল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েসি। সোমবার আসাদউদ্দিন ওয়েসি বলেছেন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ভারতের গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোরর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তিনি বলেন, এটি সমাধানের বদলে আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সচিব নীতেন চন্দ্রকে লেখা এক চিঠিতে ওয়েসি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। চিঠির একটি কপি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছেন তিনি। আসাদউদ্দিন ওয়েসি বলেন, তিনি সাংবিধানিক আইনের ভিত্তিতে একাধিকবার এই প্রস্তাবে "মৌলিক আপত্তি" উত্থাপন করেছিলেন। যাইহোক, প্রাথমিক এবং মৌলিক উভয় আপত্তিই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের প্রথম প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, কেন একটি নীতি প্রণয়ন করা দরকার, সরকারের পক্ষ থেকে কোনও যৌক্তিকতা দেওয়া হয়নি। ওয়েইসি একটি চিঠিতে লিখেছেন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, নীতি আয়োগ বা আইন কমিশন দেখায়নি কেন এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এর পরিবর্তে, এটি কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সে দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তিনি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির শর্তাবলী 'ত্রুটিপূর্ণ' উল্লেখ করে বলেন, স্থায়ী ভিত্তিতে একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি উপযুক্ত আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির" দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়নি।

ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোতে নির্বাচনী গণতন্ত্রের মূল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ভোটাররা রাবার স্ট্যাম্পের মতো নয়। প্রশাসনিক সুবিধা বা অর্থনৈতিক কার্যকারিতার মতো দুর্বল বিবেচনার অধীন নির্বাচন হতে পারে না।এ বিষয়ে ওয়েসির প্রশ্ন, যদি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তাগুলি আর্থিক বা প্রশাসনিক বিবেচনার অধীন হয়, তবে এটি অযৌক্তিক পরিণতির দিকে পরিচালিত করবে: ব্যয়ের কারণে স্থায়ী সিভিল সার্ভিস বা পুলিশ থেকে দূরে থাকা উচিত? বিচারাধীন থাকার কারণে কি বিচারক নিয়োগ বন্ধ করা উচিত? এভাবেই সরব হলেন মিম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়েসি।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'এক দেশ, এক নির্বাচন' সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে চিঠি লিখে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির একযোগে নির্বাচনের ধারণার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এটি ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী হবে। প্যানেল সচিবকে লেখা চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে একযোগে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে এমন অস্থিরতা ছিল। কিন্তু এর পর থেকে কোভালিটি ভেঙে গেছে।

তিনি আরও বলেন, 'আমি দুঃখিত যে, আমি 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমরা আপনার প্রস্তাব ও প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই। তিনি বলেন, কমিটির সাথে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণাগত অসুবিধা রয়েছে এবং ধারণাটি স্পষ্ট নয়।

মমতা আরও বলেন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বিভিন্ন কারণে তাদের মেয়াদ শেষ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ জোট ভেঙে অনাস্থা ভোটে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন নির্বাচনই একমাত্র বিকল্প।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিএসপি একাই লড়বে: মায়াবতী

আপনজন ডেস্ক: বহুজন সমাজপার্টি প্রধান প্রধান মায়াবতী সোমবার বলেছেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল একাই লড়বে, তবে তিনি নির্বাচন পরবর্তী জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। নিজের জন্মদিনে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে রাজ্য পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের একটি অংশে প্রকাশিত খবরকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচনের জন্য দল কোনও জোট গঠন করবে না এবং একাই লড়বে। তিনি বলেন, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়নের পরে দলটি যে কোনও দলের সাথে জোট করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েছিল বহুজন সমাজ পার্টি। তিনি বলেন, 'জোটের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা কখনোই আমাদের জন্য উপকারী ছিল না এবং জোটের কারণে আমরা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হই। এই কারণে, দেশের বেশিরভাগ দলই বিএসপির সাথে জোট করতে চায়। নির্বাচনের পরে একটি জোটের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি সম্ভব হয়, তবে নির্বাচনের পরে বিএসপি তাদের সমর্থন বাড়িয়ে দিতে পারে। আমাদের দল একাই নির্বাচনে লড়বে বলে সাফ জানিয়ে দেন মায়াবতী।

সন্দেশখালি মামলায় যুক্ত হতে আর্জি শাহজাহানের কৌঁসুলির

আপনজন ডেস্ক: সন্দেশখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইডির এফআইঅর মামলায় এবার যুক্ত হতে শাহজাহানের আইনজীবী আর্জি জানালেন। কিন্তু ইডি হামলায় শাহজাহান কেন আদালতে আত্মসমর্পণ করছেন না সেই প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এদিন অভিযানের সময় হামলার অভিযোগে ইডির দায়ের করা মামলায় যুক্ত হওয়ার জন্য শেখ শাহজাহানের আইনজীবী আবেদন জানালে বিচারপতি বলেন, আপনার মক্কেল কেন ধরা দিচ্ছেন না। তিনি বারে বারে তথ্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ দত্তকে দেওয়ায় প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলেন। আর অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলেন, সৎ ভাবে বিচার পাওয়ার ইচ্ছে থাকলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুন।

বিচারপতি শুনানির সময় জানতে চান, ইডি হামলার পর শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডির উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে রাজ্য পুলিশ গিয়েছিল কিনা। এজি উত্তরে না বলেন। সেই সঙ্গে বলেন, এসডিপিও, ডিএসপি এবং সার্কুলার ইন্সপেক্টর সহ তদন্তে নজরদারির জন্য 'পর্যবেক্ষণ দল' গঠন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, তিন হাজার জন যেখানে অভিযুক্ত সেখানে মাত্র চারজন অভিযুক্ত গ্রেফতার কেন। যদিও এজি মানতে চাননি অভিযুক্তর সংখ্যাটি। তিনি জানান, অভিযুক্তর সংখ্যা তিন হাজার নয়, আটশো থেকে হাজার। বিচারপতি মুল অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করায় ন্যাজাট থানার নিষ্ক্রিয়তার কথা বলেন। বিচারপতি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কেন ৩০৭ দারা দেওয়া হযনি সেই প্রশ্ন তুললে এজি বলেন, যেহেতু ইডির বয়ানে ধাক্কা দেওয়ার কথা বলায় ৩০৭ ধারা দেওয়া হয়নি। তাতে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি। কেস ডায়রি না আনায় হাইকোর্টের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে । বিচারপতি বলেন, এমন মামলায় কেস ডায়রি না দেখে কোনও অর্ডার দেওয়া যায় না । পুলিশ এতদিন ধরে কী করেছে সেটা কেস ডায়রি দেখেই বোঝা সম্ভব। তিনি তাই পূর্ণাঙ্গ কেস ডায়রি নিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ভিডিও ফুটেজ জমা দিতে হবে। ওই দিনের লুঠ হওয়া সম্পত্তির মধ্যে পুলিশ এখনও কী কী উদ্ধার করতে পেরেছে তাও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিনই কেস ডায়রি জমা দিতে হবে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

অযোধ্যার মসজিদ তাজমহলের চেয়েও ভালো হবে, দাবি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের জায়গায় নির্মিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন ২২ জানুয়ারি। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, আদালতের নির্দেশে মসজিদের পরিবর্তে প্রস্তাবিত মসজিদ নিয়ে দাবির ঝড়ও বাড়ছে। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ, তবে মন্দির থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ধন্নিপুরের প্রস্তাবিত মসজিদটি এখনও চালু হয়নি। চার বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এই মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ না থাকলেও বড় দাবি আদায়ে পিছিয়ে নেই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন।

ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন বলেছে, এই সময়েল মধ্যে রাম মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলেও তারা নতুন উদ্যমে মসজিদ নির্মাণের জন্য তার প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করবে। মসজিদ উন্নয়ন কমিটির প্রধান এবং মহারাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নেতা হাজি আরাফাত শেখ ধনিপুরের প্রস্তাবিত মসজিদের নাম দিয়েছেন 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ'। তিনি দাবি করেছেন, মসজিদটি 'তাজমহলের চেয়ে ভালো' হবে এবং মসজিদটি কমপক্ষে ২১ ফুট উঁচু হবে। উল্লেখ্য, ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন গত মাসে প্রস্তাবিত মসজিদের একটি নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে পাঁচটি মিনার দেখানো হয়েছে। যা আগের নকশার মধ্যে ছিল ছিল না। কমিটির প্রধান হাজী আরাফাত শেখ এর আগে তহবিল সঙ্কটের কথা বিলার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছিলেন এই মসজিদটি কাবা শরীফের ইমাম উদ্বোধন করবেন।

চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত

আন্তর্জাতিক সেমিনার

বিষয় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরবি ভাষা ও বিশ্ববাজার

তারিখ : ২৮ জানুয়ারি-২০২৪, রবিবার • সময়- ১২টা - ৪টা
স্থান - টেক্সটাইল কলেজ অডিটোরিয়াম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, ভারত

আলোচক
ড. ইসারত আলি মোল্লা অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মাহাফুজুর রহমান আখন্দ অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ড. নাজিবর রহমান অধ্যক্ষ, কালিয়াচক কলেজ, মালদা
ড. সাইদুর রহমান অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মেহেদি হাসান অধ্যাপক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কো অর্ডিনেটর, আরবি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়
আবদুল বাসির কেরিয়ার কাউন্সিলার

অতিথি
সনৎ কর প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
ড. সাইদুর রহমান অধ্যাপক
ড. মহঃ ইসমাইল অধ্যাপক
খাদিমুল ইসলাম শিক্ষাব্রতী
আব্দুল মালিক শিক্ষাব্রতী
ড. মোহাম্মদ শরীফুজ্জামান শিক্ষক

খাজিম আহমেদ
মুখ্য উপদেষ্টা
শেখ মফেজুল
সম্পাদক
চাতক ফাউন্ডেশন

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

যোগাযোগ : ৯৭৩৪৪৪৫১৪৬ Registration 9734445146

সৌজন্য
পারফেক্ট মিশন সাহাবাজপুর, কালিয়াচক, মালদা 7029161677
আল মোমিন মিশন গঙ্গাধারী, নওদা, মুর্শিদাবাদ 7430024801
বেস আন-নুর মডেল স্কুল হরিপুর, বংশীহারী, দঃ দিনাজপুর ও বহরমপুর 9733783601
বহরমপুর সিটি হাসপাতাল চালতিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ 9800593366

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সূরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

রাজ্যে দমকল বিভাগের নতুন ডিজি হলেন সঞ্জয় মুখার্জি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য পুলিশের আই পিএস পদে ব্যাপক রদবদল ঘটাল নবান্ন। রাজ্যের দমকল বিভাগের ডিজি হলেন সঞ্জয় মুখার্জি। অপরদিকে রাজ্যের দমকল বিভাগের দায়িত্বে থাকা বর্তমান ডিজি রনভির কুমারকে বদলি করা হয় সঞ্জয় মুখার্জি বর্তমানে এফেসেলের যে এডমিস্ট্যাটার পদে ছিলেন সেই পদে।মূলত এসডিপিও এবং এডিশনাল এসপি পদে রদবদল ঘটানো হয়েছে। মোট ৭৯ জন আইপিএস পদে সোমবার রদবদল ঘটিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। এছাড়া মুর্শিদাবাদ লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অসীম খানকে, রানীগঞ্জের অতিরিক্ত সুপার সদর পদে এবং বিধাননগর কমিশনারেটের অতিরিক্ত চারু শর্মাকে সুন্দরবনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর পদে, এসডিপিও সিদ্ধার্থ ধাপলাকে রানাঘাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে, ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জিকে পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে, ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডলকে দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে এবং ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও, মালদার চাঁচলের এসডিপিও, কালিম্পং গরু বাথানের এসডিপিও, ফারাক্কা জঙ্গিপুরের এসডিপিও সহ ৭৯ জনকে বদলি করা হয় অন্যত্র।

পুরস্কৃত জয়দেব বেরা

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার মৌলালী যুব কেন্দ্র হলে "পঞ্চম কলকাতা আন্তর্জাতিক অণুছবি চলচ্চিত্র উৎসব"-এর পক্ষ থেকে অন্যান্য সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রপরিচালক ও গল্পকারদের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের তরুণ কবি ও বই লেখক জয়দেব বেরা'কে তাঁর অণু চলচ্চিত্র) উপযোগী "পূজারিণী" গল্পের জন্য "Anu Chhobi Zuri Award-2024" প্রদান করা হয়েছে। এই ফিল্ম স্টোরিটি প্রকাশিত হয়েছে "চব্বিশের বায়োস্কোপ"-নামক চলচ্চিত্র সংকলনের বইটিতে। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার KIMFF থেকে অ্যাওয়ার্ড পেলেন।

তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ এবার গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লকের পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাগুলিপাড়া গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাংচুর চালালোর অভিযোগ। অভিযোগের তীর বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। আর এই ঘটনার পর আবারও প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলসি থানার পুলিশ।

জানা গেছে, জাগুলিপাড়া গ্রামের মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় আছে। যেটি গত ২৫ শে নভেম্বর ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী উদ্বোধন করেছিলেন। সেখান থেকে তার অনুগামীরাই ওই এলাকার কাজ দেখাশোনা করতেন।

রবিবার রাতে দলীয় কার্যালয়ের ছাউনির অ্যাডবেস্টারের এক অংশ ও শহীদ বেদী ভেঙে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বসার বেঞ্চ উল্টে বাইরে ফেলা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গলসি ১ নং ব্লকে প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন, বর্তমান ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী ও বিধায়ক নেপাল ঘরুই এই তিনটি গোষ্ঠী রয়েছে। গত ২ রা জানুয়ারী গ্রামের বিধায়ক নেপাল ঘরুই গোষ্ঠী ও ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী গোষ্ঠীর লোকজন বিতর্কে জড়িয়ে পরে। সন্ধ্যায় পর গ্রামে চলে বোমাবাজি। ঘটনায় গুরুতর জখম হন একজন। ঘটনায় অভিযুক্ত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। তাদের ৪ জনকে হেফাজতে নিয়ে গ্রামের দুটি জায়গা থেকে মোট ৯ টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। তারপরই থেকে এক প্রকার থমথমে ছিল গ্রাম। সেই ঘটনার রেস কাটতে না কাটতে আবার দলীয় কার্যালয়ে ভাংচুর এর ঘটনা।

ঘটনার বিষয়ে জানতে গলসি বিধায়ক নেপাল ঘরুইকে ফোন করে হলে তার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, আমরা ঘটনাটি জেনেছি। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানবো কারা এই ধরনের কাজ করেছে। দলীয় অফিস যারা ভেঙেছে নিশ্চয় সে যেই হোক দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

শ্রমিকদের আইনি অধিকার নিয়ে শিবির

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শ্রমিকদের আইনী অধিকার বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় বোলপুরে। নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে এদিন জেলার বোলপুর, নানুর সহ বিভিন্ন এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন হলে, তারা কোনও কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে কোনও অবিচার বা অত্যাচারের শিকার হলে কি ভাবে কোথায় তারা ন্যায় বিচার পেতে আইনী সহায়তা পাবে সেসব বিষয়ে আলোচনা হয়। তাছাড়াও মাইগ্রেন্ট লেবার রা কিভাবে নাম নথিভুক্ত করবে, কোনও ঘটনার শিকার হলে থানায় কি ভাবে অভিযোগ করবে সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির পার্শ্ব আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ, সমাজকর্মী ইয়াসমনি খাতুন, সুমনা মজুমদার সহ অনিন্যরা। আয়োজক সংগঠনের তরফে হেমন্ত প্রধান বলেন, আমরা শ্রমিকদের স্বার্থে তাদের শ্রমিক অধিকার রক্ষা করার কাজ করছি। আজ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।

মকর সংক্রান্তিতে কোটি তীর্থযাত্রীর সমাগম গঙ্গাসাগর মেলায়, যা সর্বকালীন রেকর্ড

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গা সাগর

আপনজন: এবছর গঙ্গা সাগর মেলায় সর্বকালীন রেকর্ড হলো। প্রায় এক কোটি পূর্ণ্যার্থীর সমাগম সোমবার বিকাল পর্যন্ত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ঘন কুয়াশার মধ্যে, গঙ্গাসাগর মেলায় আসা লাখো লাখো পুণ্যার্থী সোমবার ভোরে সাগর দ্বীপে ডুব দিয়ে পুণ্য অর্জন করেন। এ দিন সূর্যের রশ্মি ওঠার আগেই ভক্তরা ভিড় জমাতে শুরু করেন কপিল মুনি মন্দিরে। বিশাল জনসমাগম সামাল দিতে সাগর দ্বীপের চারপাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কপিল মুনি মন্দিরের পুরোহিত সঞ্জয় দাসের মতে, পবিত্র স্নানের লগ্ন আসলে সোমবার দুপুর ১২টার পর পড়ে, কিন্তু তীর্থযাত্রীরা তা উপেক্ষা করে ১৪ জানুয়ারি সকাল থেকে পবিত্র স্নানে অংশ নিতে শুরু করে।মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,এবারের মেলায় সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে।প্রায় এক কোটি ভক্ত এই মেলায় অংশ নিয়েছে সোমবার বিকাল পর্যন্ত।বিভিন্ন রাস্তায় লক্ষাধিক ভক্ত সাগর মুখী। তবু কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় মেলা ঘোষণা করতে পারলো না।এবার গঙ্গাসাগর মেলায় দশ হাজারের বেশি পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিপুল সংখ্যক নারী পুলিশ। অনেক ভক্ত অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে সাত জন গুরুতর অসুস্থ তীর্থযাত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুরি ও পকেটমারের ঘটনাও ঘটছে। গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের বিপুল মালামালও হারিয়ে গেছে। চুরি ও পকেটমারের ঘটনাও আগের মতোই। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা থেকে সোমবার পর্যন্ত ৭৫২ জনকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে।এদিন পর্যন্ত ৩৪১ টি পকেট মারীর ঘটনা ঘটেছে।তিনি আরো বলেন, এবছরে মেলার বাজেট ২৫০ কোটি টাকা।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক বিভাগ যৌথভাবে এই মেলায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যুৎ, পাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, রাস্তা, সেচ এবং পরিবহন বিভাগ।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাধিক মন্ত্রী শনিবার সন্ধ্যা থেকে সাগরে হাজির রয়েছেন মেলা পর্যবেক্ষণ করতে। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ আবাসন ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস,জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়,সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, দমকল দফতরের মন্ত্রী সুজিত বোস এবং রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।মেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য ৩৮টি নৌযান ও একশো লঞ্চ চলছে।গঙ্গা সাগর মেলার পুরো এলাকা জলজ হওয়ায় এবার পুণ্যার্থীদের সাগর দ্বীপে আনার জন্য ৩৮টি জাহাজ ও একশো' লঞ্চ চলাচল করছে। পুরো সাগর এলাকায় রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। এবার কুয়াশা দূর করতে অ্যান্টি ফগ লাইটের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো মেলা এলাকায় ৪৩টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সৈন্যরা নিরলসভাবে কাজ করছে।

জাময়াতের দাওয়াতী ইজতেমায় আদর্শ সমাজ গঠন নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: রবিবার জামাআতে ইসলামী হিন্দের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের সামুকপোতা হালকায় প্রায় এক হাজার পুরুষ ও মহিলা ডেলিগেটের উপস্থিতিতে বিষ্ণুপুর -২ নম্বর ব্লকের এক বিশেষ দাওয়াতী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সম্পাদক জনাব মাওলানা আব্দুর রফিক, আমীরে হালকা জনাব ডা: মসিহুর রহমান, প্রাক্তন আমীরে হালকা জনাব রহমত আলী খান, রাজ্য সম্পাদক জনাব মাওলানা তাহেরুল হক,অন্যতম রাজ্য সম্পাদক জনাব মাওলানা এ,এফ,এম, খালিদ,জেলা নাজিম জনাব সানোয়ার আলি পৈলান, জেলা নাজিমা মুহতারামা আলোক লতা সেখ । এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লক ও বজ বজ এক নম্বর ও দু'নম্বর ব্লক থেকে জামাআত কর্মীসহ জামাআতের হিতাকাঙ্খী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এই মহতী দাওয়াতি ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা এ,এফ,এম, খালিদ সাহেবের দারসে কুরআনের মাধ্যমে ইজতেমার শুভ সূচনা হয়। জেলা নাজিম সানোয়ার আলি পৈলান প্রারম্ভিক ভাষণ পেশ করেন। "বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলাম" বিষয়ের উপর তথ্য ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন মহাতারাম আমীরে হালকা ডাঃ মসিহুর রহমান সাহেব। "ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা" এ বিষয়ের উপর বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে মনমুগ্ধ আলোচনা রাখেন মাওলানা তাহেরুল হক সাহেব।

"আদর্শ সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর শিক্ষার" উপর আলোচনা করেন মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নবী মুহাম্মদ সাঃ এর জীবন আদর্শ। তিনি আদর্শ সমাজ গঠনে নবী মুহাম্মদ সাঃ এর জীবনের বিভিন্ন দিগনির্দেশনা পেশ করেন। "আল্লাহর আনুগত্য না করার পরিণতি ও উত্তরণের উপায়" এ বিষয়ের উপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন রহমত আলি খান । দারসে হাদীস পেশ করেন উত্তর নহাজারী মুকামের মুকামী আমীর জনাব রুহুল আমীন লস্কর জনাব। মাওলানা আব্দুর রফিকী সাহেবের আখেরী আলোচনা ও মাওলানা এএফএম, খালিদ সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। জেলার অনন্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম সদস্য ভাই রাজিব আলীর প্রাণঞ্জল সংগীত ইজতেমার পরিবেশকে আরো সুন্দর ও মনোরম করে তোলে। ব্লক নাজিম জনাব সেখ জেনাত আলির নেতৃত্বে এবং সেখ মুন্নাফ আলি ও সুব্বুন মল্লিকের সার্বিক সহযোগিতা ও স্থানীয় হালকা কর্মী-সমর্থকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ইজতেমাটি সর্বাত্মক সফল হয়। সমগ্র ইজতেমাটি পরিচালনা করে সাবির আলি মল্লিক ও সেখ হাবিবুর রহমান।

খাবার চাইতে গিয়ে চুরি, গণধোলাই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: 'মাসি দুটো খেতে দিন, বড্ড খিদে পেয়েছে!' গৃহবধূ বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়ে দুটি বাচ্চা সহ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কথা শুনে ঐ গৃহবধূ বলেন 'ভাত রান্না করিনি, মুড়ি দিচ্ছি থামো।' কিছুক্ষণ পর ওই গৃহবধূকে তার মেয়ে বলে ব্যাগে কোনো জিনিস নেই। ঘরের বাইরে এসে ওই গৃহবধূ দেখতে পায় সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিসহ আরও দুই বাচ্চার পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে সোনার গহনা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র। তারা ছুটে পালাতে যাওয়ার আগেই গৃহবধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনজনকে গাছে বেঁধে বেধড়ক গনধোলাই করে। সোমবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত বধুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভগবানগোলা থানার পুলিশ দুই বাচ্চা সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মালদা জেলা তৃণমূলের বর্ধিত সভা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির বর্ধিত সভার আয়োজন করা হল। সোমবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই বর্ধিত সভা মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, রাজ্য তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। জানা যায়, মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের ব্লকের ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য কর্মদক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বর্ধিত সভা। এদিন এই বর্ধিত সবার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার পাশাপাশি দলীয় একাধিক কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করা হয়।

পোস্টার ঘিরে মঙ্গলাহাটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার রাজনৈতিক পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা। পোড়া মঙ্গলাহাটে বিক্ষোভ। হাওড়ায় মঙ্গলাহাটের পোড়া হাট এলাকায় নতুন কমিটির ঘোষণা করে পোস্টার ঘিরে সোমবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল। এদিন হাওড়া থানার সামনে এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পোড়া হাটের ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কমিটি গঠনের পরেও কেন আবার রাজনৈতিক মদতে হাট কমিটি গড়া হলো আর সেই কমিটি কেন রাজনৈতিক সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখান হাট ব্যবসায়ীরা।

ভোট হিংসার অভিযোগে যেতে হয়েছিল জেলে

সুপ্রিম কোর্টে স্থায়ী জামিন পেয়ে জমিয়ত ভবনে ১৩ মুসলিম যুবক

জাকির সেখ ● কলকাতা

আপনজন: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আইনি প্রচেষ্টায় ২০২১ সালে রাজনৈতিক হিংসা মামলায় অভিযুক্ত ১৩ জনকে মুক্তি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। জামিনে মুক্তি প্রাপ্তদের মামলার তদারকি করেছেন সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী সিদ্বার্থ দাভে, সৈয়দ মেহেদী ইমাম, মুহাম্মাদ নুরুল্লাহ, তাবরেজ আহমেদ ও আতিফ সোহরাওয়ার্দী।

রবিবার রাজ্য জমিয়তের অফিসে কুরবান মোল্লা, সিরাজুদ্দিন মল্লিক, আক্তার মোল্লা সহ মোটা ১৩ জন রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা বলেন, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী বিপদের সময় যে ভাবে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন সারাজীবন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। মুফতি আব্দুস সালাম বলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কওম ও জাতির স্বার্থে বহুমুখী কাজ কর্ম করে চলেছে। নিরপরাধ অসহায় মানুষের জন্য বরাবর আইনি সহায়তা দিয়ে আসছে জমিয়ত। জমিয়তের আইনি প্রচেষ্টায় ১৩ জন নিরপরাধ যুবককে সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্থায়ী জামিনে মুক্তি করতে পেরে আমরা খুশি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ২ মে রাজনৈতিক হিংসা মামলায় নিরপরাধ মুসলিম যুবকদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৩ জন অভিযুক্তের পরিবারের অনুরোধে জমিয়তের নেতৃত্বরা সাড়া দিয়ে ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি বিশেষ পিটিশন আপিল দায়ের করেন। প্রথম শুনানিতে অভিযুক্তদের অস্থায়ী সুরক্ষা দেওয়া হয়। পরবর্তী শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তদের স্থায়ীভাবে জামিন মঞ্জুর করে।

গ্রামাঞ্চলে তীব্র শীতে আগুন পোহানোর ধুম

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: গত দুদিন থেকেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে রাজ্য জুড়ে। আর এই প্রচণ্ড শীতে আগুন পোহানোর দৃশ্যটি সবার কাছে পরিচিত। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে আগুন পোহানোর চিত্র মূলত গ্রামেই দৃশ্যমান । শীতের সময় খড়-কুটো দিয়ে আগুন পোহানো গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য । উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া, অশোকনগর, গাইঘাটা, স্বরুপনগর, বনগাঁর একাধিক গ্রামের রাস্তার পাশে, প্রতীক্ষালয়ে, বাজারে দিনভর আগুন পোহানোর দৃশ্য লক্ষ্য করা গেল। শীতের হামলায় কুপোকাত রাজ্যবাসী। পৌষের শেষে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। শীতের জন্য এবং ঘন কুয়াশার জন্য সতর্কতা জারি হচ্ছে জেলায় জেলায়।

আর এই শীত থেকে বাঁচতেই গ্রাম অঞ্চলের মানুষ জড়ো হয়ে আগুন পোহাচ্ছেন। সোমবার দিনভর সূর্যের দেখা মেলেনি বললেই চলে, শৈত্যপ্রবাহে নাজেহাল অবস্থা সবার । হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় সবাই জবথব, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার একই হাল । শীতে গা গরম করতে শীতের মোটা পোশাকের পাশাপাশি আগুনের তাপ নিচ্ছেন গ্রামের মানুষজন। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বুধবার দুই চব্বিশ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, এবং নদিয়া জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এরপর বৃহস্পতিবার দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

লেখকের জন্মদিন ঘিরে অনুষ্ঠানে দুই বাংলার সাহিত্যিকরা সম্মানিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার সল্টলেক ঐকতান সভাগৃহে কিংবদন্তি লেখক সেনের ৬৮ তম জন্মদিন। রবিবারবিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এই মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতি তো করেন ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ইউনাইটেড নেশন অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল অমল দাসগুপ্ত ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন দীপ্তিমান বসু বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন দৈনিক প্রভাত বার্তার সম্পাদক হাজী আবু কাউসার। তিনি সেরা বাঙালি আব্দুল করিম ও কিংবদন্তি সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেনের হাতে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে তুলে দেন শাহরুখ উত্তরীয় এবং ফুল উক্ত দিনে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন পৃথ্বীরাজ সেন। আব্দুল করিমের লেখা শিশুর মতমালা এবং শক্তি গঙ্গোপাধ্যায় লেখা রুবাই ই মুসাফির আব্দুল করিম সহ কুড়িজন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষভাবে কৃতি ভারতীয় বাঙালি তাদের একবিংশ শতাব্দীর সেরা বাঙালি সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম মুখোপাধ্যায়, হান্নান বিশ্বাস, বিমল সরকার, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহের আলী, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী সায়েদা বেগম, মোশারফ হোসেন, সোমা পাল, তনুকা চক্রবর্তী, আব্দুল হাই, হিমেন্দু দাস, ডঃ মোস্তাক আহমেদ, দিলীপ মন্ডল, ,আজিজুল হক, নুর নবী জমাদার শীতল দাস, আজাদ দেওয়ান, সোমা পাল, বন্দনা ঘোষ, তপন ঘোষ, সেলিনা খাতু,ন ডক্টর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এমদাদ হোসেন, সুশান্ত সাহা, দেবাশীষ ব্যানার্জি, সায়ন সেনাপতি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, প্রফেসর অনুরাধা সেন, মহিবুর রহমান, বিকাশ জোশ প্রমুখ। আমার ভারত পত্রিকার সম্পাদক শিশু সাহিত্যিক কবি আব্দুল করিম বলেন, কিংবদন্তি লেখক পৃথ্বীরাজ সেন প্রায় ২০০০ এর মত কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিষয়ের রচনা করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রথম নজর

সৌদি আরবের শীর্ষ ইসলামী আইনবিদের ইন্তেকাল

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের শীর্ষ ইসলামী আইনজ্ঞ শায়খ গাইহাব বিন মুহাম্মদ আল-গাইহাব ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) রিয়াদের একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান। তিনি দেশটির রয়েল কোর্টের উপদেষ্টা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রিয়াদের বাবতিন কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রিয়াদের উত্তরাঞ্চলীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শায়খ গাইহাব বিন মুহাম্মদ ১৩৫৮ হিজরিতে রিয়াদের উত্তরাঞ্চলীয় মুলহাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মসজিদের ইমাম শায়খ আবদুল আজিজ বিন নাসির আল-তুর্কির কাছে পবিত্র কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তা ছাড়া শায়খ আবদুল লতিফ বিন ইবরাহিম আলে শেখ, শায়খ আবদুল আজিজ বিন বাজ, শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ ও শায়খ মুহাম্মদ আল-আমিন আল-শানকিতি, শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আলে-শেখসহ বিভিন্ন প্রবীণ আলেমের কাছে তাফসির, ফিকাহ, শরিয়াহ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন।

শায়খ গাইহাব ১৩৮৪ হিজরিতে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর ১৩৮৯ হিজরিতে তিনি ইসলামী শরিয়াতে তাজিরের বিধান শীর্ষক গবেষণা করে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৩৮৫ হিজরিতে রিয়াদের গ্র্যান্ড কোর্টে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হন। এরমধ্যে কিছু সময় আর্জেন্ট কোর্টে দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় গ্র্যান্ড কোর্টে দায়িত্ব পালন করেন। ১৪০৪ হিজরিতে জেদ্দায় গ্র্যান্ড কোর্টের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১৩ সালে তাঁকে রাজকীয় নির্দেশনায় মন্ত্রীর সমমর্যাদায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান করা হয় এবং ২০২০ সালে তাঁকে মন্ত্রীর সমমর্যাদায় সৌদি রয়েল কোর্টের উপদেষ্টা করা হয়।

উঁচু ভবনের তকমা হারাচ্ছে বুর্জ খলিফা!

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের তকমা হারাতে যাচ্ছে দুবাইয়ের 'বুর্জ খলিফা'। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভবনটির এ তকমা কেড়ে নিতে দীর্ঘ এক কিলোমিটার আকাশ ছোঁয়া উচ্চতার (৩২৮০ ফুট) ভবন তৈরি করছে পার্শ্ববর্তী দেশ সৌদি আরব। ভবনের প্রাথমিক নাম দেওয়া হয়েছে জেদ্দা টাওয়ার।

বুর্জ খলিফার উচ্চতা ৮২৮ মিটার। অপরদিকে জেদ্দা টাওয়ারের উচ্চতা হবে এক হাজার মিটারের বেশি, এমনটাই জানা গিয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ বলেছে, উদ্বোধনের সময় ভবনটির নাম কিংডম টাওয়ারও রাখা হতে পারে। বুর্জ খলিফায় অ্যাপার্টমেন্ট এবং স্টুডিও মিলিয়ে মোট বাসস্থানের সংখ্যা ৯০০। তাতে ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ থাকেন। এই বহুতল ভবনের নামকরণ করা হয়েছে আমিরাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নামে। প্রথমে এর নাম ছিল বুর্জ দুবাই। পরে প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা হয়। ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি বুর্জ খলিফা তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০০৯ সালের ১ অক্টোবর বুর্জ খলিফার নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনের উদ্বোধন করা হয়। ১৬৩ তলার বুর্জ খলিফা অনেক রেকর্ডের অধিকারী। বুর্জ খলিফাকে ঘিরে দুবাইয়ের বাণিজ্য, অর্থনীতি ও পর্যটন খাত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সৌদি প্রিন্স মোহম্মদ বিন সালমন সৌদি আরবের অর্থনীতি আরো মজবুত করার চেষ্টা করছেন। এ জন্যই তিনি দেশটিতে বিভিন্ন সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি এই জেদ্দা টাওয়ার তৈরির মাধ্যমে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও পর্যটন খাত চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ভবনটির কাজও দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে। শিগগির বুর্জ খলিফাকে পেছনে ফেলবে জেদ্দা টাওয়ার, এমনটাই মনে করছেন আর্কিটেক্টরা।

মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে কোডভিত্তিক জোনে ভাগ হচ্ছে

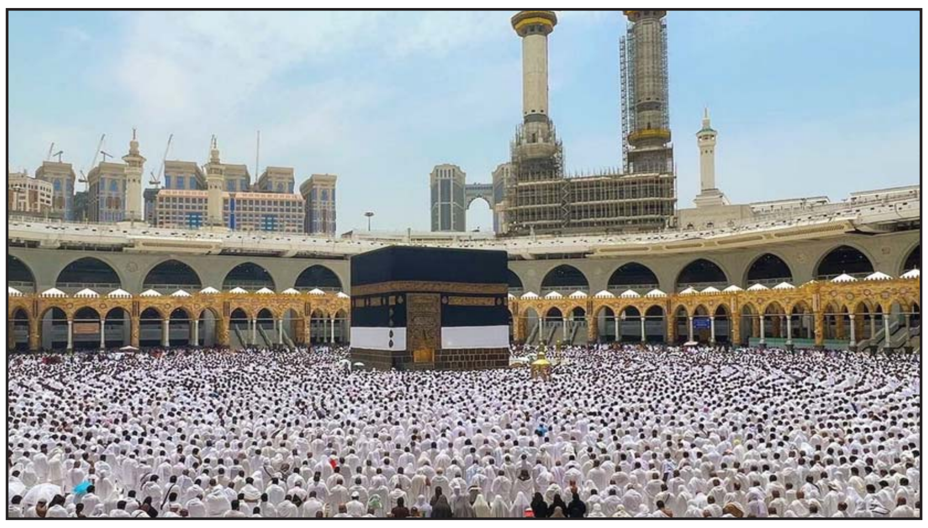

আপনজন ডেস্ক: মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং এর আশপাশের এলাকাকে কোডভিত্তিক জোনে ভাগ করার উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। মুসল্লিদের সেবার মান বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। এরই মধ্যে পবিত্র গ্র্যান্ড মসজিদ ও পবিত্র মসজিদ-ই-নববীর তত্ত্বাবধানকারী সাধারণ কর্তৃপক্ষ ও পোস্টাল অ্যান্ড লজিস্টিক সার্ভিসেস কম্পানির (এসপিএল) মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। গত ১১ জানুয়ারি জেদ্দায় হজ ও ওমরাহ বিষয়ক সম্মেলনে তা অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি অনুসারে, এসপিএল পবিত্র মসজিদুল হারামের এলাকাকে কোডভিত্তিক বিভক্তির সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা করবে। যেন পুরো মসজিদ প্রাঙ্গণের ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং আগত মুসল্লি ও কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া সহজ হয়। তা ছাড়া সেখানকার আবাসন কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে মুসল্লি পরিষেবার মান নিশ্চিত করা হবে।

২০২৩ সালে সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ওমরাহযাত্রীর আগমন ঘটেছে। এ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে। এর আগে ২০১৯ সালে ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮.৫ মিলিয়ন। ফলে সেই বছরের তুলনায় গতবার ৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গত ৮ জানুয়ারি জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হজ ও ওমরাহ বিষয়ক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তাওফিক আল-রাবিয়াহ।

উল্লেখ্য, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সেই হিসাবে ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে। গত বছরের জুনে করোনা-পরবর্তী সময়ের সর্ববৃহৎ হজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেয়, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ বিদেশি হজযাত্রী ছিল।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে বড় পদক্ষেপ নিতে বলল চীন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ বন্ধ করতে বড় ধরনের শান্তি সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। একই সঙ্গে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্ধারণের কথা বলেছেন তিনি। খবর রয়টার্সের। রোববার কায়রোতে মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শউকরির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ওয়াং বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত মধ্যপ্রাচ্যের বৈধ উদ্বেগের কথা মনোযোগসহকারে শোনা।

তিনি বলেন, আমরা গাজা যুদ্ধ নিয়ে বৃহত্তর, কার্যকর ও ফলপ্রসূ আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন চাই। একই সঙ্গে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও রোড ম্যাপ প্রণয়নের আহ্বান জানাই। এ ছাড়া ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি আলোচনা দ্রুত শুরুর বিষয়ে সমর্থন করে চীন। গতকাল শনিবার গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ ১০০ দিনে

গড়ায়। ১০০ দিনের এই যুদ্ধে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ২৪ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে হামাসের হামলায় ১২০০ ইসরায়েলির প্রাণ গেছে। তবে এত প্রাণহানি হলেও এই যুদ্ধ এখনো থামার কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ নেই। এমন পরিস্থিতির মধ্যে গত সপ্তাহে ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের ওপর হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। মূলত ইরানপন্থি এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের সামরিক স্থাপনা নিশানা করেই শুক্রবার ভোরে ও রাতে দুই দফা হামলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, লোহিত সাগরে বিদেশি জাহাজে হুতিদের হামলার সক্ষমতা খর্ব করতে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটির বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন।

মূলত গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হলে হামাসের প্রতি সমর্থন জানায় হুতি বিদ্রোহীরা। তাদের সমর্থনের অংশ হিসেবে নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে ইসরায়েলগামী ও ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাহাজে হামলা করে আসছে তারা। তাদের হামলার ভয়ে বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানি হয় লোহিত সাগর এড়িয়ে ভিন্ন পথে গন্তব্যে যাচ্ছে নতুবা চুক্তিই বাতিল করে দিচ্ছে। অবশ্য চীন সামরিক সংঘাতে সরাসরি কোনো পক্ষ নেয় না। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রভাব ব্যবহার করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কথা বলেছে বেইজিং। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মিসর, তিউনিসিয়া, টোগো ও আইভরি কোস্ট সফর করবেন ওয়াং। গাজা সংঘাত নিয়ে তিনি আরব লিগের মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং লোহিত সাগর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি দল নোবেল পাওয়ার যোগ্য: কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় 'গণহত্যা' ইস্যুতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা পরিচালনাকারী দক্ষিণ আফ্রিকার দল নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্র। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, আজকে যদি কেউ নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে এটি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি দল, যারা নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরক্ষায় গণহত্যার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছে। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বারবারই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার চলমান মামলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এর আগেও তিনি গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধকে 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়াও আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি এবং পেরুর সরকারও সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে সেসময় প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো বলেন, যদি ইসরায়েলের সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থগিত করতে হয় তবে আমরা তা স্থগিত করব। তারপরও আমরা গণহত্যা সমর্থন করি না। মূলত চলমান সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বেশ কয়েকটি পোস্ট দিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। এর মধ্যে একটি পোস্টে গাজায় ইসরায়েলের হামলাকে ইহুদিদের ওপর নাৎসি নিপীড়নের সঙ্গে তুলনা করেন প্রেসিডেন্ট পেট্রো। এমনকি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী গাজায় অবরোধ কার্যকরের ঘোষণা দেওয়ার পর পেট্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, নাৎসিরাও ইহুদিদের সম্পর্কে এমনটাই বলেছিল। ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। টানা তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চালানো এই হামলায় নিহত হয়েছেন প্রায় ২৪ হাজার ফিলিস্তিনি। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সৌদিতে এক সপ্তাহে গ্রেফতার ১৮,৫৩৮ প্রবাসী

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে এক সপ্তাহে ১৮ হাজার ৫৩৮ অবৈধ প্রবাসী গ্রেফতার হয়েছেন। দেশটির শ্রম, আবাসিক ব্যবস্থার নিয়ম লঙ্ঘন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা আইন ভাঙার দায়ে তারা গ্রেফতার হয়েছেন। অবৈধ প্রবাসীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে ৯ হাজার ৯২৭ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চলতি বছরের ৪ থেকে ১০ জানুয়ারিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এসপিএ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে এসপিএ জানিয়েছে, গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন আবাসিক ব্যবস্থার নিয়ম লঙ্ঘনকারী ১১ হাজার ৪৭ জন। সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনকারী রয়েছেন ৪ হাজার ২৯৯ জন। আর শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী রয়েছেন ৩ হাজার ১৯২ জন।

৪৭ হাজার ৯৭৭ জনকে নিজ নিজ কূটনৈতিক মিশনে গিয়ে ভ্রমণ নথি নিতে বলা হয়েছে।

অবৈধ প্রবাসীদের পরিবহন, আশ্রয়দান এবং কর্মে নিয়োগের কারণে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, যারা অনুপ্রবেশকারীদের সুযোগ সুবিধা দেবে, আশ্রয়, পরিবহন সুবিধা দেবে, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং সর্বোচ্চ এক মিলিয়ন সৌদি রিয়েল জরিমানা হতে পারে।

উল্লেখ্য, ৩২ দশমিক ২ মিলিয়ন লোকের দেশ সৌদি আরব। দেশটিতে বড় সংখ্যক বিদেশি কর্মী রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বে দ্বিগুণ হয়েছে ৫ শীর্ষ ধনীর সম্পদ, গরিব হয়েছেন ৫০০ কোটি মানুষ

আপনজন ডেস্ক: ২০২০ থেকে ২০২৪ এ চার বছরে দ্বিগুণ হয়েছে বিশ্বের পাঁচ শীর্ষ ধনী ব্যক্তির সম্পদ। বিগত চার বছরে তাদের সম্পদ ঘণ্টায় ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার করে বেড়েছে। এই সময়ে আগের চেয়ে আরও বেশি গরিব হয়েছেন বিশ্বের প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ।

আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অক্সফামের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

অক্সফাম জানিয়েছে, গত ৪ বছরে বিশ্বের শীর্ষ ৫ ধনী হলেন- ফরাসি বিলাসী পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠা লুই ভিতোঁর প্রধান বার্নার্ড আর্নল্ট, আমাজনের জেফ বেজোস, বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট, ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন এবং টেসলার সিইও ইলন মাস্ক। এই ৫ ধনকুবেরের সম্পদ প্রতি ঘণ্টায় ১৪ মিলিয়ন ডলার হারে বেড়েছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের সম্পদ বাড়তে থাকলে শিগগিরই হয়তো পৃথিবীবাসী আগামী এক দশকের মধ্যেই বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার দেখতে পাবে।

মূল্যস্ফীতির হিসাব বিবেচনায় নিয়েই ২০২০ সাল থেকে বিশ্বের শীর্ষ ৫ বিলিয়নিয়ারের মোট সম্পদ ৪০৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ১১৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬৯ বিলিয়ন ডলার।

সম্পদশালী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ইলন মাস্ক। তিনি টেসলা, স্পেসএক্স, এক্সসহ (সাবেক টুইটার) বেশ কয়েকটি সংস্থা চালান। গত বছরের নভেম্বরের শেষ নাগাদ তার সম্পদ বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৫.৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২০ সালের মার্চের তুলনায় ৭৩৭ শতাংশ বেশি।

এরপরের স্থানেই আছেন ফরাসি বিলাসী পণ্যের জায়ান্ট লুই ভিতোঁর চেয়ারম্যান বার্নার্ড আর্নল্ট। তাঁর সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২০ সালের মার্চের তুলনায় ১১১ শতাংশ বেশি। একই সময়ে আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৭ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি।

একই সময়ে ওরাকলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের মোট সম্পদ ১০৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে। আর বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সিইও ওয়ারেন বাফেটের সম্পদ এ সময়ে ৪৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৯ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮ মি.

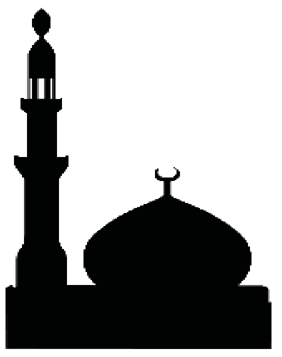

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৮	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

পাকিস্তানে এক ডজন ডিমের দাম ৪০০ টাকা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে পণ্যের লাগাম টেনে ধরতে হিমশিম খাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। দেশটির পাঞ্জাবের প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরে প্রতি ডজন ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ পাকিস্তানি রুপিতে। এছাড়া সরকার নির্ধারিত ১৭৫ রুপি কেজির বিপরীতে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২৩০ থেকে ২৫০ রুপি। রোববার স্থানীয় বাজার সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি গণমাধ্যম এআরওয়াই নিউজ।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমান বিধ্বস্ত, সব আরোহী নিহত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ম্যাসাচুসেটসে একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বিমানটিতে থাকা তিন আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রোববার দুপুর ১২টার দিকে গ্রিনফিল্ড এবং লেডেনের সীমান্ত এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের খবরে বলা হয়েছে, রোববার দুপুরে গ্রিনফিল্ডের কান্ট্রি ক্লাব রোডের কাছে ফ্র্যাঙ্কলিন কাউন্টির একটি জঙ্গল এলাকায় টুইন-ইঞ্জিন বিচক্র্যাফ্ট ব্যারন ৫৫ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানটিতে থাকা তিন আরোহীর সবাই নিহত হয়েছেন বলে ম্যাসাচুসেটস স্টেট পুলিশ জানিয়েছে।

কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) যৌথভাবে দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করবে।

আইসল্যান্ডে শহরে ঢুকে পড়ছে আগ্নেয়গিরির লাভা

আপনজন ডেস্ক: আইসল্যান্ডের এটি আগ্নেয়গিরি থেকে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। রেকেনেস পেননিসুলা অঞ্চলে কয়েকদিনের মধ্যে শ-খানেক ভূমিকম্প হয়েছে। তারই জেরে জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি। মাসখানেক আগে একবার অগ্নুৎপাত হয়েছিল ওই আগ্নেয়গিরিটি থেকে। রোববার সকাল থেকে আবার তা জেগে ওঠে। আইসল্যান্ডের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রোববার সকাল ৭টা ৫৭ মিনিটে প্রথম অগ্নুৎপাত শুরু হয় আগ্নেয়গিরিটি থেকে। যেখানে এই ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে আইসল্যান্ডের রাজধানী মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে। ওই গোটা অঞ্চলে সতর্কবার্তা জারি হয়েছে। জানা গেছে, লাভার যে দেওয়াল এতদিন পর্যন্ত সেখানে ছিল, তা ভেঙে ক্রমশ লাভাস্রোত নিচের দিকে নামতে থাকে। পাহাড়ের নিচেই আছে গ্রিনদাভিক শহর। মৎসজীবীদের ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে লাভাস্রোত। তিন হাজার আটশ মানুষ ওই এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গত নভেম্বরে একের পর এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ওই এলাকা। তখনও একবার তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ডিসেম্বর মাসে তারা বাড়ি ফিরেছিলেন। এবার আরো একবার তাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। লাভাস্রোত শহরে ঢুকে যাওয়ার পর আর তারা সেখানে ফিরে যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

ইয়েমেনে হুথিদের ওপর হামলা, ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের 'গোপন বার্তা'

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে হুথিদের ওপর দ্বিতীয় দফা হামলা চালানোর পর হুথিদের ব্যাপারে ইরানকে একটা 'গোপন বার্তা' পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ কথা জানিয়েছেন। বাইডেন বলেন, 'বার্তাটি আমরা একান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাঠিয়েছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত।' তবে এর বাইরে বিস্তারিত আর কিছু বলেননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্র বলছে তাদের সর্বশেষ হামলা ছিল রাডার লক্ষ্য করে যা আগের হামলারই পরবর্তী পদক্ষেপ। ইরান অবশ্য লোহিত সাগরে হুথিদের হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

কিন্তু তেহরান হুথিদের অস্ত্র সরবরাহ করে বলে সন্দেহ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলছে জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের গোয়েন্দা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় শুক্রবার হুথিদের ৩০টি অবস্থান লক্ষ্য করে যেথ বিমান হামলা চালানো হয়। একদিন পর ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় তারা টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইয়েমেনে একটি হুথি রাডার সাইট লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৩০ পৌষ ১৪৩০, ৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

অপরিণামদর্শিতা

আমরা লক্ষ করিতেছি, উন্নয়নশীল বিশ্বেও নির্বাচন হয়। কিন্তু নির্বাচনের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা ও মানদণ্ডে তাহা কতটা উত্তীর্ণ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই সকল দেশের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য এই সমস্ত দেশের নেতারা কী না করেন! তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সকল শক্তিকে আসকারা দেন, যাহা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এমনকি ইহার জন্য দেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে। তাহারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে মাদক কারবারসহ নানা অন্যায়মূলক কাজে সহায়তা করেন। ফলে হেন কোনো নিষিদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যায় অপকর্ম নাই, যাহা তাহাদের দ্বারা না-সংঘটিত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অত্যন্ত নিকটজনেরাই তাহাদের সহিত যোগসাজশ রক্ষা করিয়া চলেন। ইহাতে দেখা যায়, সময় যত গড়ায়, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি অর্থ ও পেশির বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করিতে থাকে।

এই সকল দেশে ক্ষমতায় যিনি বা যাহারাই থাকেন, তাহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, বাস্তবে ও কাজকর্মে প্রকারান্তরে তাহারা ঐ সমস্ত দেশবিরোধী শক্তিকে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া বাড়িয়া উঠিতে সহযোগিতা করেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কমিউনিজমের প্রতিও তাহারা পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাহারা মনে করেন, এই শক্তি আপাতত তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। এই ভাবিয়া এই শক্তিকেও তাহারা বাড়িয়া উঠিবার অবকাশ দেন। এইভাবে দেখা যায়, ঐ সকল দেশের স্বাধীনতালাভের পর এই দুই শক্তি কোনো না কোনোভাবে সেই দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতে শুরু করে। অথচ সেই পরিস্থিতিতে ক্ষমতালিপ্সু নেতারা কী করিতেছেন এবং কী করিবেন, তাহা অনেক সময় সঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এমনকি দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য ইহার পরিণতি কী হইতে পারে এবং কী ধরনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে, তাহাও তাহাদের চিন্তা ও কার্যকলাপে থাকে না।

দেশে দেশে এই সমস্ত ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা স্বাধীনতাবিরোধী ও পরাজিত শক্তির প্রতি যেইভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক সময় এ সমস্ত শক্তিকে এমন সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয়, যাহা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অথচ ক্ষমতাসীনরা তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রতিদিন বিষোদগার করেন এবং তাহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। একটি স্বাধীন দেশের জন্য ১০, ৩০ বা ৫০ বত্সর ধরিয়া টিকিয়া থাকাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ক্ষমতাসীনদের উদাসীনতা ও অদূরদর্শিতার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বলবান হইয়া দেশ ও জাতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা ক্রমেই তাহাদের মুখোশ উন্মোচন করিতে থাকে এবং ধারণ করে ভয়ংকর রূপ।

এই সমস্ত দেশে যিনি মূল ক্ষমতায় থাকেন, তাহার নিকটস্থরা তাহাদের অজ্ঞাতে ঐ শক্তির ক্ষমতায়নে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন। তাহাদের দ্বারা প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিভাগে চলে রাজনীতিকরণ। ইহাতে দেশে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। জনগণ তাহাদের দ্বারা অত্যাচার ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়। এই অপরিণামদর্শী লোকেরা দেশ ও জাতির জন্য যে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করিতেছেন, সেই সম্পর্কে সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

••••••••••••

অযোধ্যায় আমন্ত্রণ

দোলাচল কাটিয়ে স্বধর্মে কংগ্রেস

মোটাদাগটা টেনে দেওয়া হয়েছে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সেই দাগের এক পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি-আরএসএস ঘোষণা করেছে, 'হয় তুমি হিন্দুত্বের পক্ষে, নয় বিপক্ষে।' রামমন্দির এখনো নির্মীয়মাণ। শেষ হতে অন্তত বছর দুয়েক লাগবে। কিন্তু তাতে কী? দেশের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে বীরদর্পে প্রচার চলছে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও যাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন, তাঁরা সনাতন ধর্মের বিরোধী। প্রচারের লক্ষ্য অবশ্যই কংগ্রেস, বামপন্থীসহ সেই সব দল, যারা এই অনুষ্ঠানকে 'রাজনৈতিক কর্মসূচি' ঘোষণা করে জানিয়েছে, নির্বাচনে ফায়দা লুটতে আরএসএস ও বিজেপি ধর্মকে হাতিয়ার করেছে। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়**।

মোটাদাগটা টেনে দেওয়া হয়েছে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে সেই দাগের এক পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি-আরএসএস ঘোষণা করেছে, 'হয় তুমি হিন্দুত্বের পক্ষে, নয় বিপক্ষে।' রামমন্দির এখনো নির্মীয়মাণ। শেষ হতে অন্তত বছর দুয়েক লাগবে। কিন্তু তাতে কী? দেশের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে বীরদর্পে প্রচার চলছে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও যাঁরা প্রত্যাখ্যান করছেন, তাঁরা সনাতন ধর্মের বিরোধী। প্রচারের লক্ষ্য অবশ্যই কংগ্রেস, বামপন্থীসহ সেই সব দল, যারা এই অনুষ্ঠানকে 'রাজনৈতিক কর্মসূচি' ঘোষণা করে জানিয়েছে, নির্বাচনে ফায়দা লুটতে আরএসএস ও বিজেপি ধর্মকে হাতিয়ার করেছে।

কংগ্রেস সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেছে, 'দেশের লক্ষকোটি মানুষ ভগবান রামচন্দ্রের আরাধনা করেন। ধর্ম একান্তই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। নিজস্ব বিশ্বাস। অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই আরএসএস ও বিজেপির রাজনৈতিক প্রকল্প। ভোটের দিকে তাকিয়ে তাই এই অসম্পূর্ণ মন্দির উদ্বোধনের ছক।' কংগ্রেস জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু ধর্মের রাজনৈতিকীকরণের কারণে তারা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছে।

কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সংসদীয় দলের নেতা সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে মন্দির কর্তৃপক্ষ ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল।

কংগ্রেসের রাজ্য পর্যায়ের নেতারা বলছেন, তাঁরা সুবিধামতো সময়ে অবশ্যই অযোধ্যায় যাবেন। কেউ যাবেন মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে। কেউ নিজের সুবিধামতো। কেউ কেউ মন্দির শেষ হলে। কংগ্রেস যে যাবে না, বিজেপি তা বিলক্ষণ জানত, তবু আমন্ত্রণ। কারণ, এটা তাদের 'দোধারি তলোয়ার'। কংগ্রেস গেলেও তাদের লাভ, না গেলে আরও বেশি। গেলে 'মোদি-কিরণে' তারা ম্রিয়মাণ হয়ে যেত, যেভাবে সূর্যের কিরণে ঢাকা পড়ে মিটমিটে তারা। আর না গেলে তাদের 'হিন্দুবিরোধী' ও 'দেশবিরোধী' বলে সহজেই দাগিয়ে দেওয়া যাবে। সেই প্রচেষ্টা অনেক দিন আগে থেকেই তারা শুরু করেছে।

আমন্ত্রণপত্র পাঠানো পর্যন্ত মোদি-অনুগত 'গোদি মিডিয়া' সমস্বরে গান্ধী ও খাড়্গেদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। জানতে চেয়েছে, কী করবেন তাঁরা? অযোধ্যায় গিয়ে মোদির সাফল্যের সাক্ষী থাকবেন, নাকি না গিয়ে দেশবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করবেন? এমনকি এ কথাও জানতে চাওয়া হয়, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানেও তাঁরা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন কি না? যেদিন থেকে কংগ্রেস বলেছে তারা যাবে না, তার আগে থেকেই 'গোদি মিডিয়ার' চোখে কংগ্রেস 'সনাতন ধর্মের বিরোধী'।

মজার বিষয়, কংগ্রেসের মতো একই সিদ্ধান্ত শংকরাচার্যরাও নিয়েছেন। তাঁরা মোদিবিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন! অসম্পূর্ণ মন্দির উদ্‌ঘাটনের পেছনে 'রাজনীতি' দেখেছেন। বলেছেন, মোদি-বন্দনার কোরাসে গলা মিলিয়ে হাততালি দিতে তাঁরা অযোধ্যায় যাবেন না। বিজেপি নেতৃত্ব এবং 'গোদি মিডিয়া' কিন্তু শংকরাচার্যদের শাপশাপান্ত করছে না! ভাবখানা এমন, যেন ওটা কোনো খবরই নয়! মূলধারার মিডিয়া এখন এমনই। বিলকিস বানুর ধর্ষকদের মুক্তি খারিজ হলো সুপ্রিম কোর্টে। গুজরাট সরকার তথ্য গোপন ও কারচুপির জন্য ভর্ৎসিত হলো। মোদি-অনুগত মিডিয়ায় তা নিয়ে হইচই নেই! ২২ জানুয়ারির গোটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে 'মোদিময়'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু মোদি আর মোদি। প্রাণ প্রতিষ্ঠাসহ দিনভর সেদিন অযোধ্যায় যা কিছু হবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়া সেখানে অন্য সবাই এলেবেলে। মোদি নিজেই সেই সুর ভেঁজে রেখেছেন। মোদি বলেছেন, ভগবান রাম এই কাজের জন্যই তাঁকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। মহা প্রচারের ওয়ার্মআপও শুরু হয়ে গেছে।

নাসিকের এক মন্দিরে গিয়ে মোদি ঝাড়ু দিয়েছেন। সেই ছবিতে মিডিয়া সয়লাব। প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার মতো সন্ধিক্ষণে নিজেকে শুদ্ধ রাখতে টানা ১১ দিন ব্রত পালন করবেন। বিশেষ ধরনের নিয়ম-আচার মানবেন। কৃচ্ছ্রসাধন করবেন। বিজেপি বলেছে, এই ১১ দিন মোদি কার্যত 'উপবাস' করবেন। সামান্য কিছু না খেলে নয়, তাই যৎসামান্য 'সাত্ত্বিক' আহার করবেন। মন শান্ত রাখতে 'জপ তপ' করবেন। 'মৌনব্রত' পালনের চেষ্টা করবেন। মাটিতে 'শোবেন'। কংগ্রেস প্রকাশ্যে জানতে চেয়েছে, যাবতীয় ধর্মীয় কর্মসূচি এবং ২২ জানুয়ারি 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হিন্দুধর্মের কোন শাস্ত্রমতে ও কোন পঞ্জিকা অনুযায়ী হতে চলেছে। বিজেপি তা আমলেই নিচ্ছে না। এই জমানায় গণমাধ্যমে সেটাই খবর, যেটা তারা প্রচার করে। যেখানে প্রচারই নেই, সেখানে জবাবদিহির প্রয়োজনই-বা কী? স্বীকার করা ভালো, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল বিজেপি অনেক দিন আগেই রপ্ত করেছে। এখন সেটা তারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ বছর লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দিরের উদ্বোধন ও 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা' হতে চলেছে তাদের তুরুপের তাস। এর মোকাবিলা কংগ্রেস কীভাবে করবে, অনেক দিন সে হদিস তারা পায়নি। বিজেপির কট্টর হিন্দুত্বের জবাবে 'হিন্দুত্ববাদ' নাকি গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল-আজাদ অনুসৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা', কোন নীতি আঁকড়ে ধরবে, সেই দোলাচলে কংগ্রেস বারবার বিদ্ধ হয়েছে।

> **উগ্র হিন্দুত্ববাদ নাকি উদারবাদ, কোনটা হবে ভারতের পরিচিতি, সেই নির্ণায়ক লড়াই এই মুহূর্তে কঠিন হতে পারে। কিন্তু সেটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনা। বিজেপির মন্দিরসর্বস্ব রাজনীতির মোকাবিলায় কংগ্রেস আদর্শগত দীর্ঘ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। যাত্রাপথ কঠিন, কিন্তু বিচ্যুতি না ঘটলে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে ফলদায়ী।**

এই টানাপোড়েনে রাজীব গান্ধী শাহ বানু মামলায় পিছু হটেছেন। অযোধ্যার রামমন্দিরের তালা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিলান্যাস করাতে বাধ্য হয়েছেন। সেই দোলাচলে নরসীমা রাও নির্বাক দর্শক থেকেছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার দিন। রাহুলসহ শীর্ষ নেতারা প্রতিটি ভোটের আগে মন্দির পরিক্রমার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। বিজেপির কট্টর হিন্দুত্বের জবাবে নরম হিন্দুত্বের নামাবলি গায়ে চড়িয়েছে কংগ্রেস। লাভ হয়নি বিন্দুমাত্র।

বরং দোলাচলের দরুন ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে 'হিন্দুত্ববাদী' বিজেপির কাছে 'ধর্মনিরপেক্ষ' কংগ্রেস জমি খুইয়েছে। আজ বিজেপির প্রচারে কংগ্রেস 'মুসলমানদের দল'। দর্পের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব ঘোষণা করে, মুসলমানদের ভোট তাদের প্রয়োজন নেই। বলতে পারে, লড়াই যখন ৮০ বনাম ২০-এর, তখন তারা ৮০ শতাংশের সমর্থন নিয়েই সন্তুষ্ট। ওই নির্ঘোষ অবশ্যই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া নয়, সমাজ ও গণতন্ত্রের পীঠস্থানে হিন্দুত্ববাদ আজ কতটা প্রোথিত, তার প্রমাণ সংসদে বিজেপির একজনও মুসলমান সদস্য না থাকা!

রামমন্দির নিয়ে কংগ্রেসের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাহুল গান্ধী আগামী দিনের লড়াইয়ের আঙ্গিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিবেকানন্দের বিচারধারা স্মরণ করিয়ে তিনিও এক দাগ টেনেছেন। বলেছেন, স্বপ্নের ভারতের পরিচিতি কী হবে, যুবসমাজকে তা ঠিক করতে হবে। আবেগ, না জীবনযাত্রার প্রকৃত উন্নতি? উত্তেজক স্লোগান নাকি রোজগার? বিদ্বেষ, না ভালোবাসা? ধর্মীয় আবেগ, না বাস্তব সমস্যার সমাধান? মানুষই ঠিক করুক, তারা দাগের কোন দিকে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদ নাকি উদারবাদ, কোনটা হবে ভারতের পরিচিতি, সেই নির্ণায়ক লড়াই এই মুহূর্তে কঠিন হতে পারে। কিন্তু সেটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের চেতনা। বিজেপির মন্দিরসর্বস্ব রাজনীতির মোকাবিলায় কংগ্রেস আদর্শগত দীর্ঘ লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। যাত্রাপথ কঠিন, কিন্তু বিচ্যুতি না ঘটলে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে ফলদায়ী। ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সংকল্প। কংগ্রেসের আদর্শ ও বিশ্বাসের ধ্রুবতারা ছিল তা। সেটাই কংগ্রেসের 'স্বধর্ম'। হিন্দুত্ববাদী দোলাচল তার পথ নয়। সেটা 'পরধর্ম'। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে সে কথাটুকুই মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

জেরেমি অ্যাডেলম্যান

যে মডেলে বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটছে

২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিশ্বের অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কেউ কেউ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বিশ্বের নানা দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তবে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল বাদে বিশ্বের বাকি অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান বিরল ঘটনা হিসেবেই রয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধের ঘটনাও খুব একটা নেই। তবে সামরিক অভ্যুত্থান না থাকলেও বেসামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। শীতলযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মূলত তিন ধরনের কায়দায় বেসামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। তবে সেসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি। ২০২৫ সালের শুরুতেই ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফিরে আসতে পারেন। এ আশঙ্কা যতখানি বিচলিত করার কথা, সেটি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নই আমরা।

গণতন্ত্রকে পিছিয়ে রাখার প্রথম মডেল দৃষ্টান্তযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান। ২০১০ সালে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে একটি কালাকানুন পাস করেছেন। ওই আইনের মাধ্যমে ওরবান ও তাঁর দল হাঙ্গেরির প্রতিটি সংবাদমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় নিয়েছে। এসব সংবাদমাধ্যম সমকামী আন্দোলনকর্মী ও অভিবাসীদের জাতীয় হুমকি হিসেবে দেখাচ্ছে এবং ওরবানকে জাতীয় ত্রাতা হিসেবে চিত্রায়িত করছে। ওরবান ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আঞ্চলিক ইস্যুকেও কাজে লাগিয়ে রাশিয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উভয়ের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করছেন। সর্বোপরি ওরবানের দল ফাইডেজ হাঙ্গেরির নির্বাচনী আইন এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বেসামরিক অভ্যুত্থানের এই মডেল সরাসরি সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না। এই মডেলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই কর্তৃত্ববাদী করে তোলা হয়।

গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের দ্বিতীয় মডেলটি ইদানীং অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে। এই মডেলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া ও ড্যানিয়েল ওরতেগার নিকারাগুয়া। এই মডেলে একটি নাটকীয় জাতীয় সংকট জিইয়ে রাখা হয়। সেই সংকট কোনো আন্দোলনের জন্ম না দিয়ে একজন লৌহকঠিন শাসকের জন্ম দেয়। জনমনে সেই শাসককে একজন রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এই মুহূর্তে রাশিয়ার মানুষকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, আমেরিকার দিক থেকে যে হুমকি আসছে, তা রাশিয়ার অর্থনীতি এমনকি সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই হুমকি থেকে গোটা জাতিকে এখন বাঁচাতে পুতিনের বিকল্প কোনো নেতা নেই।

তবে পুতিন জনসমর্থনের চেয়ে তাঁর দেশের অভিজাত ক্ষমতাধর গোষ্ঠীকে হাতে রাখতে ব্যস্ত আছেন। রাশিয়ায় বিনিয়োগ করা পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি সেই গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখছেন। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ঠেকাতে তিনি জনগণের ওপর নির্ভর না করে ঠগি বা দুর্বৃত্তদের ওপর নির্ভর করছেন। ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।

এই মডেলে কর্তৃত্ববাদী শাসক ভিক্তর ওরবান নিজের দল ও জনতুষ্টিবাদী জনতার ওপর নির্ভর করেন না। এই মডেলের স্বৈরাচার শাসক পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সমন্বয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। সেই চক্র ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রয়োজনে তাঁরা গুণ্ডাবাহিনীকেও নিজের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। ট্রাম্প সমর্থকেরা মনে করছেন, আমেরিকা ভিন্ন সংস্কৃতির অভিবাসীদের চাপে তার মৌলিক চরিত্র হারাচ্ছে। একই সঙ্গে মিত্র দেশগুলোকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থসহায়তা দেওয়ার কারণে আমেরিকান জনগণের পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য ট্রাম্প নিজেকে ত্রাতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আশঙ্কার বিষয়, হলো ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বেসামরিক অভ্যুত্থানকারী শাসকদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দেবেন। পুতিন এবং ওরবানের মতো শাসকেরা আরও শক্তিধর স্বৈরাচার হয়ে উঠবেন।

সত্ত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত জেরেমি অ্যাডেলম্যান প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল হিস্ট্রি ল্যাব-এর পরিচালক

প্রথম নজর

রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে মুসলিমদের কোনও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে বিবৃতি দিলেন দেশের বরেণ্য আলেমরা। জমিয়েতে উলামায়ে হিন্দ, মাজায়াতে ইসলামি হিন্দ সহ দেশের শীর্ষ মুসলিম সংগঠনের নেতারা বিবৃতি জারি করে বলেছেন, দেশে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই সময় যেভাবে অনুষ্ঠানগুলি করা হচ্ছে এবং যেভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হচ্ছে, এটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের পরিপন্থী শুধু নয়; ন্যায়ভিত্তিক নির্বাচনের স্পিরিটকে ধ্বংস করবে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মতামতকে প্রকাশ করা জরুরি বলে মনে করছি যে, বাবরি মসজিদের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সন্তুষ্ট নয়। বিচার ব্যবস্থার ওপর দেশের ন্যায়পরায়ণ জনগণের আস্থা দুর্বল হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রামমন্দিরের বিষয়ে অনুষ্ঠান দ্বন্দ্বমূলক হয়ে যায়। এবং সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য পছন্দনীয় সাব্যস্ত হতে পারে না। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মুসলমান ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে মুসলিম নেতার বলেন, এমতাবস্থায় দেশে শান্তি বজায় রাখতে সব রকমের চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় আমাদের কোনভাবেই হতাশাগ্রস্ত হলে চলবে না। ধৈর্য্য ও সবরকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে। দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে। ঘৃণা ও ভুল বোঝাবুঝিকে দূর করতে হবে। সততাকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। এটাই হল সমস্যার বাস্তবোচিত সমাধান। ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই দশার উপর আমল অব্যাহতভাবে ধীর চিত্তে করে যেতে হবে। আমরা

আবেদন করছি যে, মিডিয়ায় দায়িত্বহীনভাবে বিবৃতি না দেওয়া। সমাজমাধ্যমে অনাকাংখিত তর্ক-বিতর্ক, উত্তেজনাকর ভিডিও আপলোড না করা এবং এমন বিষয় ফরওয়ার্ড না করা, যাতে সাম্প্রদায়িক শক্তি এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারে।
মুসলিমদের কাছে আবেদনকারী বিশিষ্টজনরা হলেন,
মাওলানা মাহমুদ মাদানি: সভাপতি-জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ জনাব সাইয়েদ সা'দাতুল্লাহ হোসাইনি: আমীর-জামাআতে ইসলামী হিন্দ, মাওলানা মহম্মদ আশরাফ: সভাপতি-অল ইন্ডিয়া উলামা ও মাশায়েখ বোর্ড মাওলানা আহমদ ওয়ালি ফয়সাল রহমানি: ইমারাতে শরীয়াহ-বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড মাওলানা আসগর আলি ইমাম মাহদি সালাফি: আমীর-জমিয়তে আহলে হাদীস, মাওলানা তানভীর হাশমি: সভাপতি-জমিয়তে আহলে সুন্নাত, কর্ণাটক, জনাব আব্দুস সালাম: এডিটর-বার্তা ভারতী, মুঙ্গের, জনাব মহম্মদ সেলিম ইঞ্জিনিয়ার: জেনারেল সেক্রেটারি, ধার্মিক জনমোর্চা, জনাব মালিক মুতাসিম খান: সহ-সভাপতি, জামাআতে ইসলামী হিন্দ জনাব ড. সাইয়েদ কাসেম রসূল ইলিয়াস: সভাপতি-ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া, জনাব মুজতবা ফারুখ: ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি নদভী: ব্যাঙ্গালোর।

শুরু হল 'রোড সেফটি মান্থ প্রোগ্রাম'

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে নিরাপত্তা ও সচেতনতা বাড়াতে শুরু হল 'রোড সেফটি মান্থ প্রোগ্রাম'। তার এই অংশ হিসেবে শিবপুর টোল প্লাজায় শুরুর মাধ্যমে এ কর্মসূচির শুভ সুচনা হল। পথ সচেতনতারও পাঠ দেওয়া হল ছাত্র-ছাত্রীদের। বর্তমান সময়ে পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। তাই প্রশাসনের পাশাপাশি জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনা এড়াতে ও সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে রোড সেফটি মান্থ পোগ্রাম। বহরমপুর ফারাক্কা রুটে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শিবপুর টোল প্লাজায় সোমবার তারই আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা হলো। এবং ১৪ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় চলবে এই প্রোগ্রাম। জানা যায় এদিনের কর্মসূচি উপলক্ষে এদিন শিবপুর টোল প্লাজায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে গাড়ি চালক সহ সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর টোল প্লাজার আধিকারিকগনসহ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পালিশ গ্রামে সাহিত্য সভা

সম্প্রীতি মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: রবিবারপূর্ব বর্ধমান জেলা মঙ্গলকোটের পালিশ গ্রামে এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হইল । অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সমাজ বার্তা সংবাদপত্রর সম্পাদক মোঃ মোস্তফা সেখ ও কবির দরবার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সেখ নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোটের কুমুদ রঞ্জন মল্লিক এর শিষ্য কবি বংশী গোপাল মন্ডল , বিশিষ্ট সমাজসেবী বর্ধমান জেলার জমিয়ত আহলে হাদীসের সভাপতি ডাক্তার শাহজামাল , ভাতার মঙ্গলকোটের বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম , পালিশগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ইনসান সাহেব ও গ্রামের বাস স্ট্যান্ড জুম্মা মসজিদের ইমাম মাওলানা মুজিবুর রহমান , পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হতে আগত কবি সাহিত্যিকগণ । এছাড়াও এলাকার নবীন ও প্রবীণ গুণীজনেরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবি মোজাম্মেল হক। সভায় মূলত বিশেষভাবে আলোচনা হল বর্তমান সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কিভাবে যুব সম্প্রদায়কে মুল লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে, ,যুব সমাজ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত থেকে রক্ষা করতে হবে।

সীমান্তের চরের স্বাধীনতা দিবস পালিত হল ১৫ জানুয়ারি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ১৯৫৯ সালের ১৫ ই জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে সংযুক্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের চর বাথানপাড়া, চর বাঁশগাড়া সহ ওই সময়ের ছ'টি গ্রাম। সেই থেকেই বিশেষ এই দিনটিকে মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা. স্বাধীনতার বারো বছর পর ওই দিন গ্রাম জুড়ে উড়েছিল ভারতীয় জাতীয় পতাকা।
স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে যখন তৎকালীন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই সময় ওই গ্রামগুলির দুই পাশেই ছিল পদ্মা নদী। ওই সময় গ্রামগুলির দু'পাশে নদী থাকার কারণেই ভারতের বদলে ওই গ্রামগুলির তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে যুক্ত হয় ।তারপর থেকে পুরো গ্রামগুলির সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতো পাকিস্তানি আর্মি। পরবর্তী সময়ে ওই এলাকাকে ভারতে সংযুক্তিকরণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দাবি ওঠে। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূরের মধ্যে 'নেহেরু নুন অ্যাক্ট '। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৫৯ সালের ১৫ ই জানুয়ারি ওই এলাকাগুলি ছেড়ে সরে যায় পাকিস্তানি আর্মি। তৎকালীন চর বাথানপাড়া, সহ ছ'টি গ্রাম স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে যুক্ত হয়।
ওই দিন দুপুর ১২.১৫ নাগাদ গ্রামে প্রথম উত্তোলন করা হয় ভারতীয় জাতীয় পতাকা। এরপরে কেটে গিয়েছে ৬৫ টা বছর। গ্রাম আধুনিক হয়ে উঠেছে। তারপরেও এখনও মানুষের মুখে মুখে ঘোরে সেদিনের স্মৃতি।
সোমবার এই বিশেষ দিনটিকে পালন করা হয় চর দুর্গাপুর হাই স্কুলে। স্কুলের ফিল্ডে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনুকূল চন্দ্র সরকার। পতাকা উত্তোলনের পাশপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়।এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে পালন করে আসছেন চরের বাসিন্দারা।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতি সভা ঘরে অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের বেলডাঙ্গা-২ শাখার উদ্যোগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, বাল্যবিবাহ রোধ সহ হজ্জ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল সোমবার দুপুরে। এদিনের শিবির থেকে সমাজে ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, ইসলাম ধর্মের মানুষের কাছের ও গ্রহণযোগ্যতা পুরনো ব্যক্তিরা হলেন ইমাম মুয়াজ্জিনরা তাই সমাজ পরিবর্তন করতে ইমামদের ভূমিকা পালন করার বার্তা দেওয়া হয়।
ওই সভায় রেজিনগর ও শক্তিপুরের সকল ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুর রাজ্জাক বলেন গ্রাম্য এলাকায় এখনো শিক্ষা স্বাস্থ্য বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে তাই যাতে করে শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা করা হয় আর সেই বার্তা দেওয়া হয় ইমাম মুয়াজ্জিন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।
তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প রয়েছে সেই সব প্রকল্প থেকে যেনো কেও বাদ না পড়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করা করেন ।
একই ভাবে শক্তিপুর থানার ওসি রাজেন্দ্র মুখার্জী ও রেজিনগর থানার ওসি সৌম্য দে সহ বেলডাঙ্গা ২ ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি বেগম একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন এমন শিবির করা খুবই ভালো উদ্যোগ, যেন বেশি বেশি করে সচেতনতা শিবির করা হয় সেই বার্তা দেন সংগঠনকে ।

জয়দেব মেলাতে চলছে চটুল নাচ-গান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: বাউল কীর্তন নই, কবি জয়দেব কেন্দুলি মেলায় চলছে কম বয়সী যুবতীদের চটুল নাচ। টিকিট মাত্র ৩০ টাকা। জয়দেব মেলায় ৩০ টাকা খরচ করলেই মিলবে অল্প বয়সী মেয়েদের অশ্লীল নাচ। মিলছে দেদার আনন্দ। তাও আবার পুলিশ ক্যাম্পের পাশেই। প্যান্ডেল টাঙিয়ে, চারিদিক ঘিরে গোপনে চলছে এই কর্মকান্ড। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মকরসংক্রান্তির দিনে বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের অজয় নদের চ্বরে বসেছে সাড়ে চারশো বছরের কবি জয়দেবের কেন্দুলি মেলা। মেলার জনপ্রিয়তা বাউল ও কীর্তন গান। না! তবে শুধু বাউল আর কীর্তন নয়। ৩০ টাকা খরচ করলেই জয়দেব মেলায় মিলছে অল্প বয়সী মেয়েদের অশ্লীল নাচের মজা। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জয়দেব মেলা সরকারি মেলা সেই সরকারি মেলায় কিভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে চলছে মেয়েদের অশ্লীল নাচ! শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে এই অনুষ্ঠান।

রাস্তায় থাকা অসুস্থকে সুস্থ করে পরিবারকে ফেরাল আইনি পরিষেবা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর অসুস্থতা কাটিয়ে এবং পরিবারের সন্ধান করে আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধারকৃত এক ব্যক্তিকে। জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সিউড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে নিজের মতো করে চলে আসেন সিউড়ি কবরস্থান এলাকায়। পাশেই কাঁকরখাদে একটি গুমটির পাশে শুয়ে পড়েন। পরদিন সকালে ওই ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যান। তখন সেখানে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক। তিনি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুপর্না রায়-এর নির্দেশানুসারে অসুস্থ ব্যক্তিটির দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হাসপাতালে ভর্তির সময় নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা হলে হিন্দিতে শুধু নিজের নাম এবং পুর্ণিয়া বলছেন এর বেশি কিছু বলতে পারেন নি।
বিষয়টি সিউড়ি থানার মাধ্যমে পুর্ণিয়া জেলার পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় সঠিক ঠিকানা উদ্ধার হয়। আজকে সোমবার তার বাড়ির লোকজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে আসেন এবং পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সরকারি আইন মোতাবেক সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে ভগবান পাটোয়াকে তাঁর ছেলের হাতে সমর্পণ করা হয় বলে পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক জানান।

জনসংযোগে নামল তৃণমূল

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস।
সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পেছনে ফেলে ছাত্র যুবদের সঙ্গে নিয়ে জনসংযোগে নেমে পড়ল ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। ১২ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস এর দিন থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করে তৃণমূল নেতৃত্ব। আগামী ২৩ জানুয়ারি ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে শেষ হবে এই জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি।
মূলত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বুথ গুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস তুলনামূলক খারাপ ফল করেছে, সেই বুথগুলোতে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, সমস্যার কথা শোনা এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করাই এই জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি। এমনটাই জানান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ কর। এই কর্মসূচিতে ২৫০ কিমি পথ অতিক্রম করে ৯৭ টি বুথ, ১৪ টি অঞ্চল, ২০ হাজারেরও বেশি পরিবারের সাথে দেখা করে, তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন নেতৃত্বরা।

রূপামারি খেয়া ঘাটের কাছেই নৌকাডুবি, প্রাণ বাঁচল ৫০ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: পৌষ মকর সংক্রান্তিতে সুন্দরবনে নৌকাডুবি, অল্পের জন্য রক্ষা, ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের সামগ্রী। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের গৌড়েশ্বর নদীর রূপামারি খেয়া ঘাটের ঘটনা। এদিন বিকেল ৪ টা নাগদ যাত্রী পারাপারের নৌকা ফেরিঘাটের কাছে পৌঁছাতেই ডুবে যায়। সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জের গৌড়েশ্বর নদীর এপারে রূপমারী ওপারে আমবেড়িয়া খেয়াঘাট। এদিন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে রূপমারী এলাকা থেকে মোরগ লড়াই থেকে ফেরার পথে এলাকার মানুষের ভিড় বাড়ে।
জানা যায় নৌকায় প্রায় ৫০-৬০ জনের যাত্রী ছিল। এর ফলেই বিপত্তি! তবে নৌকা ফেরি ঘাটের কাছেই পৌঁছাতেই নদীর উপর জল উঠে যায়। এর ফলে কার্যত নৌকা ডুবে যাওয়ায়, এর ফলে বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন এদিন যাত্রীরা। তড়িঘড়ি করে স্থানীয় লোকজন ও মাঝির তৎপরতায় যাত্রীদের নৌকা থেকে ডাঙায় তোলা হয়। যাত্রীদের তবে হতাহতের কোন খবর নেই।
যাত্রী পারাপারে অতিরিক্ত যাত্রী থাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। তবে কিভাবে ফেরি পারাপারে এভাবে নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হল কেন তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেল।

মালদা জেলা বইমেলার সমাপ্তি ঘোষণা মন্ত্রীর

বিশেষ প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদা বইমেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী দিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি। গত ৮ জানুয়ারি তাঁর হাত ধরেই ৩৫তম বইমেলার সূচনা হয়। সোমবার তিনিই আবার বইমেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বলেন, 'এখন বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। বিয়ের বাড়িতে কেউ আর বই উপহার দেন না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, সবথেকে মূল্যবান উপহার হচ্ছে বই। অন্যান্য সব উপহার নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু বই থেকে যাবে। তাই বই উপহার দেওয়ার প্রবণতা আমাদের বাড়াতে হবে।' সোমবার ছিল ৩৫ তম বইমেলার শেষ দিন। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার মন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন আরেক মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, বিধায়ক রহিম বক্সি, সমর মুখার্জি, চন্দনা সরকার প্রমুখ। মন্ত্রীর হাত ধরে এদিন একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগার মন্ত্রী মায়েদের উদ্দেশ্যে আবারও বলেন, 'শিক্ষার কোনও শেষ নেই। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন। কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠছে মালদা বইমেলা। মায়েদের আরও শক্ত হতে হবে, তবেও ছেলে-মেয়ারা মানুষ হবে। এই মায়েদের জন্যই হারিয়ে যাওয়া সাহিত্য, সংস্কতি পুনরুজ্জীবিত হবে। তারাই আসলে মানুষ গড়ার কারিগর। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও মায়েদের প্রতি যথেষ্ট উদার।' বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে গ্রন্থাগার মন্ত্রী আবার বলেন, 'বইয়ের বিকল্প হচ্ছে বই। বই ছাড়া গবেষণা করা সম্ভব নয়।

মনের কোণে কষ্ট দিয়ে টুসুকে বিদায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: টুসু উৎসব একটি লোকউৎসব, যা বাংলা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে শুরু হয় আর শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে। টুসু এক লৌকিক দেবী যাকে কুমারী হিসেবে কল্পনা করা হয় বলে প্রধানত কুমারী মেয়েরা টুসুপূজার প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী হয়ে থাকে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা, ঝাড়গ্রাম জেলা, বাঁকুড়া জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় এই উৎসব দেখতে পাওয়া যায়, এক মাস ধরে প্রতিদিন চলে ঘরে ঘরে টুসু গান, মকরের আগের দিন হয় টুসুর জাগরন। মেয়েরা ঘর পরিষ্কার করে ফুল, মালা, আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলে। টুসু দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়।
অবিবাহিতা মেয়েদের পাশাপাশি বাড়ির বধূ ও বয়স্করাও টুসু গানে অংশ নেয়। গ্রাম বাংলায় সারা রাত ধরে গানের সুর ভেসে আসে টুসু জাগরনে। পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ মকর এই দিন ভোর থেকেই মেয়েরা গান গাইতে গাইতে টুসু দেবীকে নিয়ে হাজির হয় স্থানীয় পুকুর কিংবা নদীতে। সেখানে টুসু বিসর্জন দিয়ে শুরু হয় পরের বছরের প্রতীক্ষা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লোকসভায় মুর্শিদাবাদে প্রার্থী দেবে আর্য মহাসভা!

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার প্রথম জেলা কর্মীসভা বহরমপুরে। এই নতুন দল গঠনের পরে সোমবার দুপুরে বহরমপুরের মোহনা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার কর্মীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারীর উপস্থিতিতে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন আর্য মহাসভার মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক মুস্তাক রশিদ ওরফে মোহনলাল, জেলা সভাপতি সানোয়ার আলী, সহ সভাপতি প্রতীক ব্যানার্জী একাধিক বিশিষ্ঠ্য ব্যাক্তি ও কর্মীবৃন্দ।
উল্লেখ্য নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই স্ক্যানারে নাম থাকা বিভাস চন্দ্র অধিকারী এই নতুন দল গঠনের পরে এই প্রথম মুশিদাবাদে তাদের কর্মীসভা। এদিন বিভাস অধিকারী জানিয়েছেন, তাদের এটি একটি নতুন রাজনৈতিক দল। আজ তাঁদের কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা। আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের বেশ কিছু আসনে তারা লড়াই করবে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বেশ কিছু আসনে লড়াই করে জিতেছেন। সোমবার সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার প্রথম কর্মী সভায় বড় সাফল্য বিভিন্ন দল থেকে কর্মীরা এসে এই নতুন দলে যোগদান করে। এ বিষয়ে জেলা সম্পাদক মোহন লাল রাশিদ বলেন "সর্বভারতীয় আর্য মহাসভার এটাই বড় সাফল্য " নতুন দল হিসাবে আর্য মহাসভা কতটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রকৃতি চিনতে কুলিকে স্কুল পড়ুয়ারা

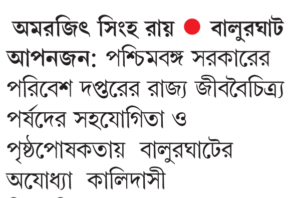

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বালুরঘাটের অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনের ৫৩ জন পড়ুয়া কুলিক পক্ষী অভয়ারণ্যে প্রকৃতিকে চিনলো প্রকৃতির কাছে এসে। সঙ্গে ছিলেন জীববৈচিত্র্য পর্ষদের দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরের কো-অর্ডিনেটর তমাল মণ্ডল। ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা দাস,বিষয় শিক্ষিকা পিউলি মণ্ডল, পলাশ মণ্ডল এবং জীবন সফর বায়ো টুরের কো-অর্ডিনেটর তুহিন শুভ্র মণ্ডল।
শিক্ষার্থী দেরকে ভবিষ্যতের সবুজ মিত্র হিসেবে গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ। অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনের আবেদনে সাড়া দিয়ে জীববৈচিত্র্য পর্ষদ অনুমোদন দেওয়াতেই এই কুলিকে উপস্থিত পড়ুয়ারা।
শ্রেয়া, বৃষ্টি, জয়ীতা, দীপা, সুরজিত, জিতরা জানলো পরিযায়ী পাখি কাকে বলে, চিনলো শামুকখোলের বাসা, পানকৌড়ি, নাইট হেরনরা কেন বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী। প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে দেখলো কুলিকের জীববৈচিত্র্য সম্পদ। ঘুরে দেখলো কুলিকের গাছ পালার সম্ভার। শপথ নিল সবুজ মিত্র হয়ে সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ার।
উদ্যোক্তা শিক্ষক পরিবেশকর্মী তুহিন শুভ্র মণ্ডল বলেন ' আমরা বিদ্যালয় গত ভাবে ষোল বছর ধরে পরিবেশের বন্ধু হিসাবে ছাত্র ছাত্রী দের গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

মাধ্যমিক ২০২৪

জীবন বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ

স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। সামনে মাধ্যমিক। এবার আপনজনের পাতায় শুরু হলো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ, সর্বোচ্চ নম্বর তোলার কৌশল, এছাড়া থাকবে মডেল প্রশ্ন, তাছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর। পরীক্ষার্থীদের জন্য সস্নেহে এগুলি প্রস্তুত করেছেন সাতটি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ সরখেল। এ সপ্তাহের বিষয় জীবন বিজ্ঞান। প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী।

সৌজন্যে – কথাশিল্প মাধ্যমিক ২০২৪ মক টেস্ট পেপার

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ৫

বিভাগ—ক

(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)

১. **প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যাসহ লেখো:** ১ × ১৫ = ১৫

১.১ **ইনসুলিনের কাজ সম্পর্কিত নীচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয়?**
(ক) গ্লাইকোলাইসিসের হার বাড়ায় (খ) গ্লাইকোজেনেসিসের হার বাড়ায়
(গ) নিওগ্লুকোজেনেসিসের হার বাড়ায় (ঘ) কিটোজেনেসিসের হার কমায়

১.২ **ডেনড্রনে উপস্থিত কিন্তু অ্যাক্সনে অনুপস্থিত গঠনগত উপাদান কী কী?**
(ক) সোয়ান কোশ ও র‍্যানভিয়ারের পর্ব (খ) মায়োলিন শিথ ও নিউরোলেম্মা
(গ) নিউরোফাইব্রিল ও নিসলদানা (ঘ) প্রান্তবুরুশ ও মায়োলিন শিথ

১.৩ **চোখের উপযোজনের সংগে যুক্ত হল—**
(ক) সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেনসরি লিগামেন্ট (খ) আইরিশ ও করনিয়া
(গ) অ্যাকুয়াস হিউমর ও ভিট্রিয়াস হিউমর (ঘ) কোরয়েড ও রেটিনা

১.৪ **নীচের কোনটি ইতর পরাগযোগের বৈশিষ্ট্য?**
(ক) বাহকের প্রয়োজন নেই (খ) উৎপন্ন অপত্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় না
(গ) পরাগরেণুর অপচয় হয় (ঘ) পরাগরেণু কম উৎপন্ন হলেও চলে

১.৫ **অ্যানাফেজ দশায় নীচের কোন ঘটনাটি ঘটে?**
(ক) স্পাইরালাইজেশন (খ) বেমতন্তুর অবলুপ্তি
(গ) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে বেমতন্তুর সংযুক্তি (ঘ) অপত্য ক্রোমোজোমের মধ্যে বিকর্ষণ ও বেমতন্তুর সংকোচন

১.৬ **একটি কোশ পরপর আটবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হলে কতগুলি কোশ উৎপন্ন হবে?**
(ক) 128 টি (খ) 16 টি (গ) 256 টি (ঘ) 8 টি।

১.৭ **বিশুদ্ধ বেঁটে মটরগাছের জিনোটাইপ হল—**
(ক) TT (খ) Tt (গ) tt (ঘ) Bb।

১.৮ **মটরগাছের একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য হল—**
(ক) বীজের আকার—কুঞ্চিত (খ) বীজপত্রের বর্ণ—হলুদ
(গ) অপরিণত ফুলের বর্ণ—সাদা (ঘ) ফুলের অবস্থান—শীর্ষ

১.৯ **বর্ণান্ধতা রোগটির কারণ হল—**
(ক) মানুষের 21-তম ক্রোমোজোমের মিউটেশন (খ) মানুষের 16-তম ক্রোমোজোমের মিউটেশন
(গ) মানুষের X- ক্রোমোজোমের মিউটেশন (ঘ) মানুষের Y- ক্রোমোজোমের মিউটেশন

১.১০ **নীচের কোনটি নিষ্ক্রিয় অংগ নয়?**
(ক) কলাবতীর স্ট্যামিনোড, (খ) শতমূলীর পিস্টিলোড,
(গ) ভূমিস্থ কাণ্ডের শস্কপত্র (ঘ) গাজরের মূল।

১.১১ **‘অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম’ কথাটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?**
(ক) হেকেল (খ) ল্যামার্ক (গ) ডারউইন (ঘ) দ্য ভ্রিস

১.১২ **মিলার ও উরের পরীক্ষায় উৎপন্ন একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড হল—**
(ক) অ্যাসেটিক অ্যাসিড (খ) ফরমিক অ্যাসিড (গ) পাইরুভিক অ্যাসিড (ঘ) গ্লাইসিন

১.১৩ **নীচের কোন ব্যাকটেরিয়াদ্বয় ডিনাইট্রিফিকেশন ধাপের সংগে সংশ্লিষ্ট?**
(ক) অ্যাজাটোব্যাকটর, ক্লসট্রিডিয়াম (খ) নাইট্রোসোমোনাস, নাইট্রোব্যাকটর
(গ) থিয়োব্যাথিলাস, সিউডোমোনাস (ঘ) রাইজোবিয়াম, বেইজেরিঙ্কিয়া

১.১৪ **কালোমরিচ ও এলাচ কোন জীববৈচিত্র্য হট স্পটের বিপন্ন প্রজাতি?**
(ক) পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা (খ) ইন্দো-বার্মা (গ) পূর্ব হিমালয় (ঘ) সুন্দাল্যান্ড

১.১৫ **বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সংগে নীচের কোন প্রজাতির বিপন্নতা সংশ্লিষ্ট?**
(ক) সর্পগন্ধা (খ) তেলাপিয়া (গ) মেরুভল্লুক (ঘ) রয়্যাল বেঙ্গাল টাইগার

বিভাগ—খ

২. **নীচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে ২১টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো:** ১ × ২১ = ২১

নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানগুলোতে উপযুক্ত শব্দ বসাও: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.১ __________ হরমোনের প্রভাবে গর্ভাবস্থায় রজঃচক্র বন্ধ থাকে।
২.২ বিজ্ঞানী __________ সর্বপ্রথম ‘মাইটোসিস’ শব্দটি প্রবর্তন করেন।
২.৩ ক্রোমোজোমের __________ এ অ্যালিল থাকে।
২.৪ পাখির ডানা ও তিমির __________ হল সমসংস্থ অংগ।
২.৫ DDT, BHC এবং __________ বায়োম্যাগনিফিকেশন দেখায়।
২.৬ হাঁপানির প্রধান কারণ হল __________।

নীচের বাক্যগুলো ‘সত্য’ অথবা ‘মিথ্যা’ নিরূপণ করো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

২.৭ কাজের শেষে হরমোনের গঠন ও বৈশিষ্ট্যর কোনো পরিবর্তন হয় না।
২.৮ DNA হল একটি দ্বিতন্ত্রী পলিনিউক্লিওটাইড শৃংখল।
২.৯ মানুষের পুরুষদেহে সেক্স ক্রোমোজোম দু’টি হল X এবং X_1 ।
২.১০ রুইমাছের পটকার রেডগ্রন্থি থেকে গ্যাস নির্গত হলে পটকার প্লবতা বাড়ে এবং মাছটি জলের ওপরে ভেসে ওঠে।
২.১১ ব্রংকাইটিসে ক্লোমশাখার প্রদাহজনিত কারণে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়।
২.১২ প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র 31 জোড়া করোটিক স্নায়ু ও 12 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।

‘A’ স্তম্ভে দেওয়া শব্দের সঙ্গে ‘B’ স্তম্ভে দেওয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দটির সমতাবিধান করে উভয় স্তম্ভের ক্রমিক নং উল্লেখসহ সঠিক জোড়াটি পুনরায় লেখো: (যে-কোনো পাঁচটি) ১ × ৫ = ৫

	‘A’- স্তম্ভ	**‘B’- স্তম্ভ**
২.১৩	নিউরোট্রান্সমিটার	(ক) কালো অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগ
২.১৪	পিউরিন ক্ষারক	(খ) থাইমিন ও সাইটোসিন
২.১৫	BBRr	(গ) অম্লবৃষ্টি
২.১৬	হ্যালডেন	(ঘ) অ্যাড্রেনালিন ও অ্যাসেটাইলকোলিন
২.১৭	গ্রিন হাউস গ্যাস	(ঙ) গরম তরল স্যুপ
২.১৮	মেটাফেজ দশা	(চ) অ্যাডনিন ও গুয়ানিন
		(ছ) বেম গঠন সম্পূর্ণ হয়।

একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও: (যে-কোনো ছয়টি) ১ × ৬ = ৬

২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো:
করনিয়া, লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমর, কোরয়েড।
২.২০ গমনের একটি চালিকাশক্তি হল প্রজনিক স্বার্থে একত্রিত হওয়া— এর স্বপক্ষে একটি উদাহরণ দাও।
২.২১ নীচের প্রথম শব্দজোড়টির সম্পর্কে বুঝে দ্বিতীয় শব্দজোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও :
অটোজোম : 44 :: সেক্স ক্রোমোজোম : __________
২.২২ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য একমাত্র কোন্ অবস্থায় প্রকাশ পায়?
২.২৩ কালো অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগ ও সাদা অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের জিনোটাইপের পার্থক্য কী?
২.২৪ মৌমাছি খাদ্যের উৎস কত দূরত্বের বেশি হলে ওয়াগল নৃত্য দেখায়?
২.২৫ নীচের চারটি বিষয়ের মধ্যে কোনো তিনটি অপর বিষয়ের অন্তর্গত সেই বিষয়টি খুঁজে বার করো এবং লেখো—
আফ্লাটক্সিন, কীটনাশক, ক্যানসার, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য
২.২৬ লবণাম্বু উদ্ভিদ ধ্বংস হলে সুন্দরবনে কীসের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে?

বিভাগ—গ

৩. **নীচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ১২টি প্রশ্নের উত্তর দুই-তিনটি বাক্যে লেখো :** ২ × ১২ = ২৪

৩.১ সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র দু’টির নিম্নলিখিত অংগসমূহের ওপর প্রভাবের তুলনা করো—
- ফুসফুসের ক্লোমশাখা, পিত্তাশয়, মূত্রথলি
- লালাগ্রন্থি ও পৌষ্টিক নালি
- হৃৎপিণ্ড
- ঘর্ম গ্রন্থি

৩.২ হাইপোথ্যালামাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কাজের তালিকা তৈরি করো।
৩.৩ প্রতিবর্ত চাপের অংশগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?
৩.৪ CSF কীভাবে মস্তিষ্কের সুস্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?
৩.৫ মাইটোসিস কোশ বিভাজনের প্রোফেজ দশায় নিউক্লিয়াসে কী কী পরিবর্তন ঘটে?
৩.৬ ইতর পরাগযোগে বিভিন্ন বাহকের ভূমিকা উদাহরণসহ লেখো।
৩.৭ মানববিকাশের শৈশব দশায় কী কী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়?
৩.৮ মেন্ডেলের বংশগতির পরীক্ষায় ইতর পরাগযোগ ও স্বপরাগযোগের ভূমিকা কী কী?
৩.৯ মটরগাছের ফুল সংক্রান্ত দু’জোড়া প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৩.১০ মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্রের বিচ্যুতি একটি ক্রসের মাধ্যমে দেখাও।
৩.১১ ল্যামার্কের মতবাদের ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।
৩.১২ ঘোড়ার বিবর্তনের ধারায় কোন্ কোন্ বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়?
৩.১৩ উদাহরণের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় অংগের অভিব্যক্তিগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৩.১৪ নাইট্রোজেন চক্রে N_2 আবদ্ধকরণে জীবাণুদের ভূমিকা কী কী?
৩.১৫ ভারতবর্ষের বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত বিভিন্ন বহিরাগত প্রজাতির জীবের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
৩.১৬ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR এর ভূমিকা কী কী?
৩.১৭ খাঁড়ির কুমিরের বিপন্নতার কারণ ও সংরক্ষণের প্রধান ব্যবস্থাটি উল্লেখ করো।

বিভাগ—ঘ

(দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন)

৪. **নীচের ছয়টি বা তার বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ (প্রশ্নের মান বিভাজন ৩+২, ২+৩ বা ৫ হতে পারে)** ৫ × ৬ = ৩০

৪.১ হরমোনের ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণের একটি বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অংকন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) হাইপোথ্যালামাস (খ) পিটুইটারি গ্রন্থি (গ) থাইরয়েড গ্রন্থি (ঘ) পজিটিভ ফিডব্যাক লুপ ৩+২

অথবা,

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জননের বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো—
(ক) পরাগনালিকা (খ) ডিম্বাণু (গ) পুংগ্যামেট (ঘ) নির্ণীত নিউক্লিয়াস ৩+২

৪.২ ফার্নের জনুক্রম একটি শব্দচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনা করো। ৩+২

অথবা,

উদ্ভিদের নিম্নলিখিত তিনটি প্রাকৃতিক অংগজ বংশবিস্তার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো—
- রসালো মূলের সাহায্যে
- খর্বধাবকের সাহায্যে
- অস্থানিক
- মুকুলের সাহায্যে

প্রোফেজ দশা ও টেলোফেজ দশায় কী কী বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে? ৩+২

৪.৩ একজন পুরুষ ও মহিলার মিলনে কীভাবে পুত্র ও কন্যার সৃষ্টি হয় তা একটি ক্রসের মাধ্যমে দেখাও। থ্যালাসেমিয়া দূরীকরণে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা কী কী? ৩+২

অথবা,

গিনিপিগের ক্ষেত্রে রোমের কালো রংটি সাদার ওপর প্রকট। আবার অমসৃণ রোমের বৈশিষ্ট্যটি মসৃণ রোমের ওপর প্রকট। এখন একটি বিশুদ্ধ কালো ও অমসৃণ রোমযুক্ত গিনিপিগের সাথে বিশুদ্ধ সাদা ও মসৃণ রোমযুক্ত গিনিপিগের সংকরায়ণ ঘটালেন দ্বিতীয় অপত্য বংশে কী কী ধরনের গিনিপিগ উৎপন্ন হবে তা একটি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও। ৫

৪.৪ সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অংগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লেখো—
- উৎপত্তি
- গঠন
- কাজ
- বিবর্তনের নির্দেশক

হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অংগসংস্থান থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির কী কী পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়?

অথবা,

জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার জন্য ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদের বক্তব্যে কী পার্থক্য লক্ষ করা যায়? পায়রার উড্ডয়নে বায়ুথলির অভিযোজনগত তাৎপর্য কী কী? ৩+২

৪.৫ বায়ুদূষক গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর উৎস কী কী? SPM এর ফলে মানবদেহে কী কী পার্শ্ব প্রভাব দেখা যায়? ৩+২

অথবা,

রেড পান্ডার বিলুপ্তির কারণ কী কী? বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ভূমিকা কী কী? ৩+২

৪.৬ খাদ্য উৎপাদন, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা কী কী? ৫

অথবা,

শব্দচিত্রের মাধ্যমে N_2 চক্রটি উপস্থাপনা করো। N_2 চক্র কী কী ভাবে বিঘ্নিত হতে পারে?

উত্তর

১। ১.১-(গ), ১.২- (গ), ১.৩-(ক), ১.৪-(গ), ১.৫-(ঘ) ১.৬-(গ), ১.৭-(গ), ১.৮-(খ) , ১.৯-(গ), ১.১০-(ঘ), ১.১১-(গ), ১.১২-(ঘ), ১.১৩-(গ), ১.১৪-(ক), ১.১৫-(গ)। ২। ২.১- প্রোজেস্টেরন, ২.২- ফ্লেমিং, ২.৩- লোকাস, ২.৪-ফ্লিপার, ২.৫- এলড্রিন, ২.৬-অ্যালার্জি, ২.৭-মিথ্যা, ২.৮-সত্য, ২.৯-মিথ্যা, ২.১০-সত্য, ২.১১-সত্য, ২.১২-মিথ্যা, ২.১৩-(ঘ), ২.১৪-(চ), ২.১৫-(ক), ২.১৬-(ঙ), ২.১৭-(গ), ২.১৮-(ছ), ২.১৯- কোরয়েড, ২.২০-ইলিশ/ স্যামন মাছ, ২.২১-2, ২.২২-হোমোজাইগাস, /অলিভ বিড়াল কচ্ছপ

২.২৩- BBRR – bbRR
BbRr – bbRr
BBRr (যে কোনো একটি)
BbRR
(যে কোনো একটি)

২.২৪- 100 মিটার, ২.২৫-ক্যানসার
২.২৬- সামুদ্রিক ঝড়

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে
মদিনা মিশন
Regd. No. 1033/00241
চৌহাটি মদিনা নগর, মুসলিম পাড়া, পোস্ট: চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯
পাঠক্রম প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত
ভর্তি চলিতেছে প্রথম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গরিব, এতিম অসহায় ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। আরবি স্তরের (আরবি হিফজ, কাফিয়া জামাত পর্যন্ত) শিক্ষা সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। চার বার খাবারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন আমিষ এবং দুই দিন নিরামিষ হয়।
ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৪ ০১০৫৭
সম্পাদক
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহারী
প্রেসিডেন্ট
মুফতি লিয়াকত আলি
পথ নির্দেশ: বাসে, অটোয় গড়িয়া, কামালগাজি, সোনারপুর, বারুইপুর হইতে মালঞ্চ ফাঁড়ি নেমে কিংবা ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর লোকালে মল্লিকপুর নেমে রিকশায় বা হাঁটা পথে ১০ মিনিট দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মিশন।

উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান সাজেশন ২০২৪

বিকাশ রানা
অধ্যাপক : সাগর মহাবিদ্যালয়, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, হরিণবাড়ি, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

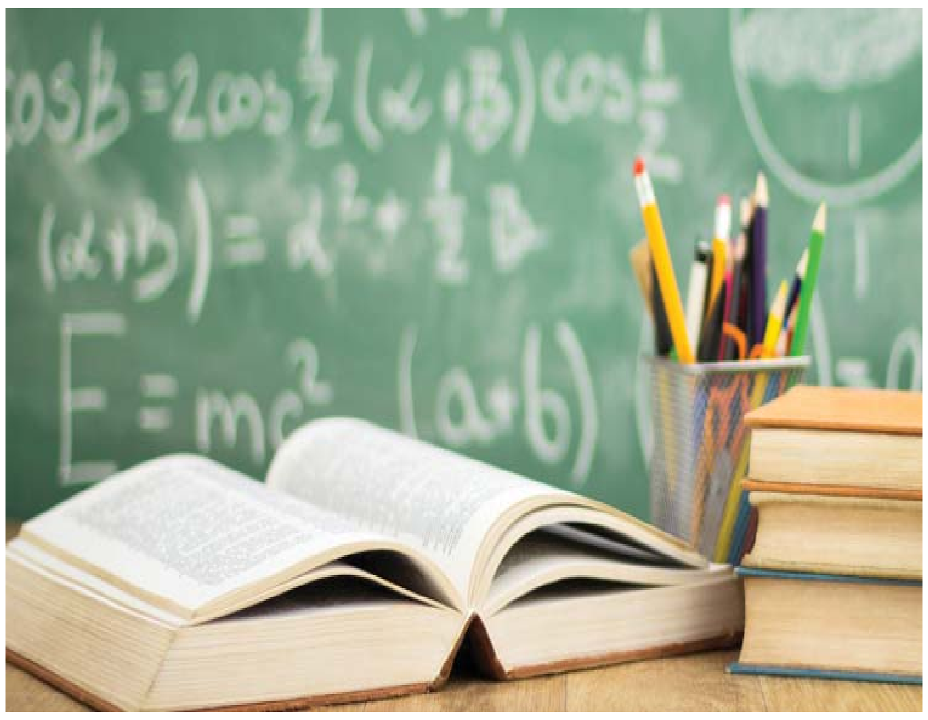

অধ্যায় ১ : শিখন

১. মনোযোগ কাকে বলে? শিক্ষায় মনোযোগের ভূমিকা লেখো। ২+৮
২. মনোযোগের নির্ধারক গুলির ধারণা দাও। শিক্ষায় মনোযোগের ভূমিকা লেখো। ৪+৪
৩. স্পিয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বটি চিত্রসহ বর্ণনা করো। ৮
৪. থার্স্টোনের বহু উপাদান তত্ত্বটি চিত্রসহ আলোচনা করো। ৮
৫. সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৮
৬. দ্বি-উপাদান তত্ত্ব ও দলগত উপাদান তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৮

অধ্যায় ২ : শিখন কৌশল

১. অনুবর্তন কাকে বলে? প্যাভলভের প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্বের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে লেখো। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো। ১+৪+৩
২. স্কিনারের সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের পরীক্ষাটি লেখো। শিক্ষাক্ষেত্রে এই তত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪+৪
৩. প্রাচীন অনুবর্তন ও সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৮
৪. প্রচেষ্টা ও ভুলের শিখন কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাগত গুরুত্ব লেখো। ১+৪+৩

অধ্যায় ৩ : শিক্ষায় রাশিবিজ্ঞান

এই অধ্যায় থেকে গড় অথবা মধ্যমার সংজ্ঞা দিয়ে রাশিবিজ্ঞানের যেকোনো একটি পদ্ধতি আসবে।
১.ট্যালি নির্ণয় পদ্ধতির সাহায্যে পরিসংখ্যা বিভাজন প্র্যাকটিস করে যাবে।
২. বিন্যস্ত স্কোরমালার উপর গড় (Mean), মধ্যমা (Median) ও ভূয়িষ্ঠক(Mode) প্র্যাকটিস করে যাবে।

অধ্যায় ৪ : ভারতীয় সংবিধানের শিক্ষার ধারা

এই অধ্যায় থেকে শুধুমাত্র ছোট প্রশ্নের জন্য পড়াশোনা করো। এখান থেকে বড় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম।

অধ্যায় ৫ : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন(১৯৪৮-৪৯)

১. স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি? এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য গুলি সম্পর্কে লেখো। ৮

অধ্যায় ৬ : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)

১. মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গুলি লেখো। এই প্রসঙ্গে 'সপ্ত-প্রবাহের' ধারণা দাও। ৪+৪
২. মুদালিয়র কমিশনের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো এবং পাঠ্যক্রম বিষয়ে সুপারিশ গুলি লেখো। ৪+৪
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি আলোচনা করো। ৮

অধ্যায় ৭ : কোঠারি কমিশন(১৯৬৪-৬৬)

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে? কোঠারি কমিশনের মতে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ গুলি লেখো। ২+৬
২. প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ গুলি উল্লেখ করো। ৮
৩. বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা কাকে বলে? এদের মধ্যে সম্পর্ক লেখো। ২+২+৪
৪. বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা কি রয়েছে তা লেখো। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রধান বাধা বা অন্তরায় গুলি কি কি? ৪+৪

অধ্যায় ৮ : জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)

১. ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ গুলি লেখো। ৮
২. ১৯৯২ সালের সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ গুলি লেখো।
অথবা, জনার্দন রেড্ডি কমিটির সুপারিশ গুলি লেখো। অথবা, POA -এর ধারণা দাও। ৮

অধ্যায় ৯ : ভিন্ন ধরনের সক্ষমতার শিশুদের শিক্ষা

১. ব্রেইল পদ্ধতি সম্পর্কে লেখো। ৪
২. মূক ও বধির শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি গুলি লেখো। ৪
৩. মূক ও বধির শিশুদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দাও। ৪
৪. মূক ও বধির শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কেন তা লেখো। ৪
৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুলি লেখো। ৪

অধ্যায় ১০ : প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীকরণ

১. বয়স্ক শিক্ষা কাকে বলে? এর লক্ষ্য/প্রয়োজনীয়তা/সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধতি গুলি লেখো। ৪
২. সর্বশিক্ষা অভিযান কি? এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লেখো। ৪
৩. সর্বশিক্ষা অভিযান বাস্তবায়নের কর্মসূচি গুলি লেখো। ৪
৪. সর্বশিক্ষা মিশন কি? এই মিশন সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি আলোচনা করো। ১+৩

অধ্যায় ১১ : শিক্ষার বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি

১. 'জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা'- এর উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো। ৪
২. কর্মের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো। ৪
৩. একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো। ৪
৪. ডেলরস কমিশনের অভিমত অনুযায়ী, শিক্ষার চারটি স্তম্ভের ধারণা দাও। ৪

অধ্যায় ১২ : শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রযুক্তির ভূমিকা

১. শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির অবদান লেখো। ৪
২. শিক্ষা প্রযুক্তি বা কম্পিউটারকে শিক্ষকের বিকল্প হিসাবে গণ্য করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৪
৩. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৪
৪. ওভারহেড প্রজেক্টর সম্পর্কে ধারণা দাও। ৪
৫. কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ গুলি লেখো। ৪
৬. শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের অসুবিধা গুলি লেখো। ৪

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমাজ বদলানোর অন্যতম হাতিয়ার "কোয়ালিটি এডুকেশন"

হাসিবুর রহমান
WBCS
ডিরেক্টর , কে. এম. স্টাডি সার্কেল

বাংলায় সংখ্যালঘু পরিচালিত মিশনগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপ্লব এনেছে প্রশংসনীয়। পিছিয়ে পড়া এই সমাজ থেকে আজ অনেক ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার উঠে এসেছে ঠিক কথা,কিন্তু সমাজের বর্তমান দাবি - আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস অফিসার, দক্ষ আইন - ব্যাবসায়ী ও জার্নালিস্ট প্রভৃতি। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানন্নয়ে চাই ইসলামের নৈতিক চেতনার সাহচর্যে উপযুক্ত ফ্যাকাল্টি ও পরিকাঠামো সহ ইংলিশ মিডিয়াম আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা - প্রতিষ্টান, প্রতিযোগিতামূলক উপযোগী কোচিং সেন্টার সহ সম্মিলিত প্রয়াস।

উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাথীদের অনেককে বলতে শুনেছি, 'আমরা ইংলিশে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু আধটু অস্বস্তিবোধ করি।' তাই, এইসব বাংলা মাধ্যমের মেধাবীদের এই অস্বস্তিবোধ এর বিষয়টি মিশনারী শিক্ষা আন্দোলনের কান্ডারীদের ও অন্যান্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শিক্ষানুরাগীদের এখন থেকেই ভাবার অনুরোধ জানাই। প্রয়োজনে ওয়াকফ প্রোপার্টি ও সংখ্যালঘুদের কল্যাণার্থে নির্মিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা অর্গানাইজেশন গুলিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক।

সকল শিক্ষা সচেতন অভিভাবকদেরও অনুরোধ করব, তারা যেন বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি সন্তানদের কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে আরও বেশি মনোযোগী হন। এতে মোটেও কার্পণ্য করবেন না। সেইসঙ্গে শিক্ষা ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্টিত বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত গুণী মানুষদের কাছে অর্জি, আপনারা যে যেখানে যেমনভাবে পারেন - আপনাদের সময়, মেধা ,ভাবনা এবং অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ বদলানোর আন্দোলনে নিয়োজিত করুন। যা একপ্রকার 'সদকায়ে জারিয়া ' হিসাবে গণ্য হবে। এভাবেই সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছাক বাংলা তথা ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মেধাবী সন্তানেরা।

যদিও বাংলা মাধ্যমের কোয়ালিটিসম্পন্ন মেধাবীরাও যথেষ্ট পারদর্শী। তবে কোয়ালিটিসম্পন্ন ইংলিশ মিডিয়ামের মেধাবী পড়ুয়ারা যে উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ পায় - একথা অভিজ্ঞতালব্ধ ও সন্দেহাতীত সত্য। আজ তথাকথিত শিক্ষিত পড়ুয়াদের ভিড় চারিদিকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোয়ালিটি এডুকেশনের বড্ড অভাব। আর এই কোয়ালিটি এডুকেশনই একটি পিছিয়ে পড়া সমাজ বদলানোর প্রধান এবং অন্যতম হাতিয়ার।

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ...পাশেই আছি

আধুনিক শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
আবাসিক: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত (বালক)
ভর্তি চলিতেছে শিক্ষাবর্ষ ২০২৪
আমাদের পরিষেবা: ▶ শান্ত নিরিবিলি, দূষণমুক্ত ঘরোয়া পরিবেশ ▶ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াশোনা করানো হয় ▶ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ▶ খেলাধূলার সুবিধার জন্য মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ▶ বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
দুস্থ, মেধাবি ও এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ

দানবীর হেলথ কেয়ার
সপ্তাহিক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দানবীরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।

পরিচালনায়: দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২
৯৭৩৪৩৮৭৫৫৮
৯১৪৩০৭৬৭০৮

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ
INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR
স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)
১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)
দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com
আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

মেসিকে আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে স্বাগত জানিয়ে রাখলেন আলমাদা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপের দলে ছিলেন তিনি। লিওনেল মেসির সঙ্গে জিতেছেন কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা থিয়াগো আলমাদা এখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মেসির প্রতিপক্ষ। মেসি খেলেন ইন্টার মায়ামিতে, আলমাদা আটলান্টা ইউনাইটেডে। বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেলেও আলমাদার বয়স এখনো ২২ বছর। যার মানে, ছন্দে থাকলে তিনি আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলতে পারবেন। অর্থাৎ, তাঁর সামনে এ বছর আর্জেন্টিনার হয়ে আরেকটি শিরোপা জয়ের হাতছানি। ফ্রান্সের প্যারিসে এ বছরই যে বসবে অলিম্পিকের আসর। বাছাইপর্ব উতরাতে পারলে অলিম্পিক ফুটবলের এ আসরে খেলতে পারবে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। মাচেরানোর দল বাছাইপর্ব উতরাতে পারলে আরেকটি শিরোপা জয়ের হাতছানি থাকবে মেসিরও। এমনিতে অলিম্পিকে যেকোনো দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দলই খেলে। তবে কোচ চাইলে এর চেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় তিনজন নিতে পারেন। আর্জেন্টিনা যদি অলিম্পিকের বাছাইপর্ব উতরায় এবং মেসি যদি খেলেন মূল পর্বে, তাহলে কেমন হবে—প্রশ্নটি সম্প্রতি করা হয়েছিল আলমাদাকে। এই প্রশ্নের উত্তরে আর্জেন্টিনার আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার বলেছেন, ‘(জাতীয় দলে) লিওনেল স্কালোনির কোচিং স্টাফ আমাকে জানিয়েছে যে আমি অলিম্পিক দলের পরিকল্পনায় আছি। এরপর আমি সরাসরি হাভিয়েরের (মাচেরানো, কোচ) সঙ্গে কথা বলেছি। এমনকি আমি এ নিয়ে এতুটুকুও ভাবিনি, সোজা হ্যাঁ বলে দিয়েছি।’

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জিতে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অপূর্ণতা ঘুচিয়েছেন মেসি। এবার কি আরেকটা অলিম্পিক গেমস জিততে পারবেন?

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জিতে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অপূর্ণতা ঘুচিয়েছেন মেসি। এবার কি আরেকটা অলিম্পিক গেমস জিততে পারবেন?ফিফা

আলমাদা এরপর মেসিকে নিয়ে বলেন, ‘আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করছি। আমাদের দলটি ভালো এবং অসাধারণ সব খেলোয়াড়ে ঠাসা। আশা করছি, আর্জেন্টিনাকে আমরা বাছাইপর্ব উতরে দিতে পারব। আমরা যদি মূল প্রতিযোগিতায় যেতে পারি এবং মেসি খেলতে চায়, তাকে স্বাগত।’ এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জেতা আলমাদার আরও কিছু স্বপ্ন আছে। সেগুলো তিনি পূরণ করার জন্য উন্মুখ, ‘আমার এখনো অনেক স্বপ্ন পূরণ করার আছে। আমি ইউরোপে খেলতে চাই। জাতীয় দলের হয়ে ধারাবাহিকভাবে খেলতে ও আরও অনেক কিছু জিততে চাই।’ তবে এই মুহূর্তে আলমাদার মনোযোগ শুধু একটি বিষয়েই, ‘এখন আমরা (অলিম্পিক) গেমসের জন্য বাছাইপর্ব উতরাতে চাই। এরপর আমি কোপা আমেরিকার দলে থাকার চেষ্টা করব।’

আদর্শ মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে দেখে করতে পেরে আপ্লুত ভারতীয় নারী ক্রিকেটার হারলিন দেওল।

বর্ধমানে বিশ্ববন্দিত ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ক্রিকেটের ময়দানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড এর নাম শোনেন নি এমন কেও নেই । বাংলার গ্রামের স্কুলের ডাকে সাড়া দিতেই পূর্ব বর্ধমানের পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রামে সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্রফির ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববন্দিত ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড। সেখানেই প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন । প্রায় ৮ বছর পর তাঁর কলকাতায় পা রাখা। ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সময় কলকাতায় ম্যাচ দেখেছিলেন।লয়েড বলেন, ‘কলকাতার মানুষ খুব ক্রীড়াপ্রেমী। সেটা ফুটবল হোক বা ক্রিকেটে। খেলাকে এখানে সবাই খুব ভালোবাসে।’ ১৯৮৩ বিশ্বকাপে এই লয়েডের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েই প্রথম বিশ্বকাপ জেতে কপিলদেবের ভারত। ক্লাইভ লয়েড টেস্টে সর্বাধিক রানের নিরিখে নিজের কেরিয়ারের চতুর্থ সর্বোচ্চ রানটা তোলেন এই ইডেনেই। ১৯৮৩ সালে কলকাতায় ২৯০ বল খেলে ১৬১ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন এই কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান।এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার কে দেখতে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মত।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস

মিসরকে অঘটন থেকে বাঁচালেন সালাহ

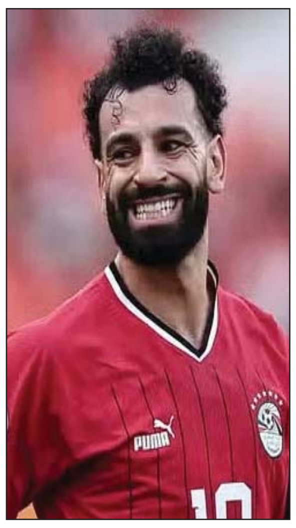

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে এ নিয়ে পঞ্চমবার খেলতে এসেছে মোজাম্বিক। আগের চার আসরে খেলা ১২ ম্যাচে কোনো জয় ছিল না দলটির। এবার আসরের প্রথম ম্যাচেই সেই দলটির সামনে পড়েছিল মোহাম্মদ সালাহর টুর্নামেন্ট ফেবারিট মিসর। ম্যাচের আগে তাই আলোচনার কোথাও ছিল না মোজাম্বিক। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দলটি কত বড় ব্যবধানে জিতবে তাই নিয়ে ছিল যত আলোচনা। তবে আলোচনার বাইরে থাকা মোজাম্বিক টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন প্রায় অঘটন ঘটিয়েই দিয়েছিল। মিসরকে কাঁপিয়েই দিয়েছিল তারা। যদিও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। শেষ মুহূর্তে মোহাম্মদ সালাহর পেনাল্টি গোলে কোনো রকমে হার এড়িয়েছে মিসর। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটি। দলের হার এড়ালেও এ ম্যাচে হয়তো পুরোপুরি মন ভরাতে পারেননি সালাহ। কিছু সুযোগ যে হাতছাড়া করেছেন! এদিন প্রথম থেকে আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে ছিল মিসরই। প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দলটির এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ২ মিনিট। বাঁ পাশ থেকে আসা ক্রসে সালাহ চেষ্টা করেও ঠিকঠাক সংযোগ ঘটাতে পারেননি। তবে তাঁর পায়ের ছোঁয়ায় বল আসে মোস্তফা মোহাম্মদের কাছে। ভুল করেননি এই ফরোয়ার্ড। দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। এগিয়ে গিয়েও ম্যাচে দাপট ধরে রাখে মিসর। আক্রমণ ও বলদখলেও এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। এদিন সবার চোখ ছিল সালাহর ওপর। কিছুটা নিচে নেমে খেলা তৈরির কাজটাই করছিলেন লিভারপুল তারকা। যদিও সুযোগ পেলেই বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের ওপর হুমকি তৈরির চেষ্টা করছিলেন এই উইংগার। প্রথমার্ধে অবশ্য ধরা দেয়নি কোনো সাফল্য। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মিসরের। ম্যাচের রূপ বদলাতে যদিও সময় লাগেনি। ৫৫ মিনিটে মোজাম্বিক মিডফিল্ডার ডোমিঙ্গোসের দারুণ এক ক্রসে বল পেয়ে বুলেট হেডে জালে জড়ান উইটি। সমতায় ফিরে উজ্জীবিত মোজাম্বিকের এগিয়ে যেতে সময় লাগে ৪ মিনিট। এবার দলের হয়ে দারুণ এক গোল করেন ক্লেসিও বাক। পিছিয়ে পড়ে মিসর চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। দারুণ কিছু আক্রমণও তৈরি করে তারা। কিন্তু তা দলকে সমতায় ফেরানোর জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। সবার চোখ ছিল সালাহ দারুণ কিছু করে মিসরকে ম্যাচে ফেরাতে পারেন কিনা সেদিকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই সালাহই হয়েছেন ত্রাতা। শেষ মুহূর্তে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে নিশ্চিত হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন সময়ের অন্যতম সেরা এই তারকা।

চালহানুলুর কীর্তি বড় জয় ইন্টারের

আপনজন ডেস্ক: ‘কোপা ইতালিয়ার শেষ যোলো থেকে বিদায়’ বাদ দিলে ২০২৩-২৪ মৌসুমটা দারুণ কাটছে ইন্টার মিলানের। সুপারকোপা ইতালিয়ানার সেমিফাইনালে ওঠা নেরাজ্জুরিরা রয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগের লড়াইয়েও। দুর্দান্ত ইন্টার চলমান ইতালিয়ান সিরি আ’র শীর্ষ দল। শনিবার রাতে ব্রিয়ান্তেও স্টেডিয়ামে লীগের ম্যাচে স্বাগতিক এসি মনজাকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে শীর্ষস্থান আরো মজবুত করে সান সিরোর দলটি। দলের বড় জয়ে দু’বার লক্ষ্যভেদ করে জোড়া কীর্তি গড়েন তার্কিশ মিডফিল্ডার হাকান চালহানুলু। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের ১২তম মিনিটে এগিয়ে যায় ইন্টার মিলান। সফল স্পটকিকে গোলটি করেন হাকান চালহানুলু। চলতি সিরি আ’য় পেনাল্টি থেকে পাওয়া তার্কিশ মিডফিল্ডারের ৭ম গোল এটি। ২০০৪-০৫ মৌসুম থেকে এখন পর্যন্ত সিরি আ’র শেষ ২০ মৌসুমের মধ্যে এক সিজনে তৃতীয় সর্বোচ্চ পেনাল্টি গোল চানহানুলুর। তার চেয়ে পেনাল্টি থেকে বেশি গোল করার রেকর্ড রয়েছে শুধু দুজনের- ২০১১-১২ মৌসুমে ইন্টার মিলানের হয়ে ৮ পেনাল্টি গোল করেন দলটির সাবেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার দিয়েগো মিলিতো এবং ২০০৭-০৮ মৌসুমে এসি মিলানের সাবেক সুইডিশ ফরোয়ার্ড জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ করেন ৮ গোল। লীগে এখন পর্যন্ত ২০ ম্যাচ খেলেছে ইন্টার মিলান।

মৌসুমের বাকি সময়ে মিলিতাও এবং ইব্রাহিমোভিচের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন চানহানুলু।

ম্যাচের ১৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লাউতারো মার্টিনেজ। ৬০তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে স্কোরলাইন ৩-০ করেন চানহানুলু। চলতি মৌসুমে লীগে তার্কিশ মিডফিল্ডারের ৯ম গোল এটি। ইউরোপের ৫ শীর্ষ লীগে মিডফিল্ডারদের মধ্যে চানহানুলুর চেয়ে বেশি গোল রয়েছে শুধু জুড বেলিংহ্যামের। রিয়াল মাদ্রিদের ইংলিশ মিডফিল্ডার এখন পর্যন্ত ১৩ গোল করেন।

৬৯তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে ব্যবধান কমায় মনজা। গোলটি করেন ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মাতেও পেসিনা। ৮৪তম মিনিটে স্পটকিকেই স্কোরলাইন ৪-১ করেন ইন্টারের লাউতারো। আর ৮৮তম মিনিটে মিলানকে ৫-১ গোলের জয় উপহার দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড মার্কাস থুরাম।

২০ ম্যাচে ১৬ জয় এবং ৩ ড্রয়ে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে ইতালিয়ান সিরি আ টেবিলের শীর্ষে ইন্টার মিলান। দুইয়ে থাকা জুভেন্টাসের ৪৬ পয়েন্ট। ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে এসি মিলান। আর একাদশ স্থানে থাকা মনজার পয়েন্ট ২৫।

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রীচৈতন্য কলেজের জয় জয়কার

শেখ কামাল উদ্দীন ● বারাসাত

আপনজন: গত কয়েক বছর ধরে পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উত্তরোত্তর ভালো ফল করছে বারাসাতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক অনির্বাণ সরকার জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ফলের পিছনে মহাবিদ্যালয়গুলি থেকে ভালো খেলোয়াড় উঠে আসা একটি অন্যতম কারণ। ২০২৩-২৪ মরসুমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্তর্গত কলেজগুলির মধ্যে সব ধরনের খেলা মিলিয়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে হাবড়ার শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ সুব্রত চ্যাটার্জী বলেন, ‘এবার তাঁদের কলেজ পুরুষ বিভাগের চারটি ও মহিলাদের বিভাগের তিনটি খেলাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।’ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব দাস ব্যক্তিগত ৪০০ মিটার মেডলি ও ৪০০ মিটার অ্যাকোয়াটিক্সে প্রথম হয়ে সারা ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করেছেন। এছাড়া ৪৯ কেজি বিভাগে মহিলাদের তাইকোন্ডা প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরা বিশ্বাস তৃতীয় হয়েছেন। আহ্বায়ক অনির্বাণ সরকার আরও বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়া খাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট করে কিছু অর্থ সাহায্য করলে পরিকঠামোর উন্নতি করা সম্ভব হতো। তা’হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও ভালো ফল করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এবার সব মিলিয়ে চুয়ান্নটি কলেজের মধ্যে আটত্রিশটি কলেজ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে বলে এই বিভাগের অস্থায়ী কর্মী সেখ মাসুদ হোসেন জানান।

মালদায় রাজ্য মাদ্রাসা ক্রীড়ার সূচনা

ইসরাফিল বৈদ্য ● মালদা

আপনজন: সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে গুরুত্ব দিয়ে, খেলাধুলাকে শ্রেণীকক্ষে আরো বেশি বিস্তারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নানা রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিভা অন্বেষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে অদূর ভবিষ্যতে ভালো খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে প্রতিবছর রাজ্য মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনস্থ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৪ তম রাজ্য মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। ১৫ ই জানুয়ারি সোমবার মালদা ডি এস এ স্টেডিয়ামে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হলো মাদ্রাসা ক্রীড়া অনুষ্ঠান। মালদা শহরের বৃন্দাবন মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য ট্যাবলো সহকারে পুরো শহর পরিক্রমা করে স্টেডিয়ামে পৌঁছায় শোভাযাত্রা। এক হাজারের অধিক ও প্রতিটি জেলা থেকে আগত ম্যানেজার কোচ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে জমকালো উদ্বোধন হয় মাদ্রাসা গেমসের।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হোসেন বলেন মাদ্রাসা শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি মাঠমুখী করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সেই কাজ সকলের প্রচেষ্টায় সফল ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি ক্রীড়াবিদদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী চৌধুরী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা কে প্রশংসা করার সাথে সাথে আগামী দিনে মাদ্রাসা ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় উঠে আসার আশা ব্যক্ত করেন। সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে আধুনিক শিক্ষায় উন্নীত হচ্ছে তাতে আগামী দিনে পঠন-পাঠনের সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের মাঠ মুখির জন্য প্রত্যেক দিনের পঠন-পাঠনের বিষয়ে একটা পিরিয়ড খেলাধুলার জন্য বরাদ্দ করার অনুরোধ করেন। রাজ্য মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনার তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়ার চিফ প্যাট্রন একেএম ফারহাদ বলেন রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৪ তম রাজ্য মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ পরিবেশে খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মাঠমুখি করতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগামী দিনগুলিতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালো স্তরে উন্নীত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন।

দুইবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু টটেনহামও কম যায়নি। রেডি ডেভিলরা এগিয়ে গেলে ম্যাচে ফিরতে সময় নেয়নি স্পার্সরা। ম্যানইউ যে দুইবার এগিয়ে গেছে দুইবারই দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দলটি। তাতে চার গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়। ২১ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে টটেনহাম। আর ৩২ পয়েন্ট নিয়ে সাতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের গতিপথ বুঝে ওঠার আগেই ওল্ড ট্রাফোর্ডের দর্শকদের আনন্দে ভাসান রাসমুস হয়লুন্দ। তার দারুণ গোলে এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে ম্যাচে ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি টটেনহাম। ১৯ মিনিটে রিচার্লিসনের গোলে সমতা ফেরায় স্পার্সরা। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল ছয় গজ বক্সে পড়লে সেখান থেকে ফ্লিক করে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড।

ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন রহস্য: আদতে যা ঘটেছিল

আপনজন: ডেভিড ওয়ার্নার তাঁর বিদায়ী টেস্টের আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ। যে বিষয় গড়িয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। ওয়ার্নার এরপর তাঁর ক্যাপ ফিরে পেয়েছেন। সিডনিতে ঘরের মাঠে বিদায় বলেছেন দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেটকে। এরপর হেলিকপ্টারে ভাইয়ের বিয়ে থেকে সরাসরি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) এসে জন্ম দিয়েছেন নতুন আলোচনারও। ওয়ার্নার ও ক্রিকেট দুনিয়া চলছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন আসলে হারিয়েছিল কোথায়, পাওয়া গেল কীভাবে—সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। এবার জানা গেল, আদতে কী ঘটেছিল। ওয়ার্নারের ব্যাগি গ্রিন হারানো এবং খুঁজে পাওয়ার ঘটনার বিস্তারিত। সে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আদতে ওয়ার্নারের যে ব্যাকপ্যাকে ব্যাগ্রি গ্রিন দুটি ছিল, সেটি জায়গা থেকে নড়েইনি। মেলবোর্ন থেকে সিডনিতে আসা পর্যন্ত সেটি ছিল জায়গামতোই। এয়ারলাইনস কোম্পানি কোয়ানটাস, টিম সিকিউরিটি এবং মেলবোর্ন ও সিডনির হোটেলের স্টাফরা যখন ওয়ার্নারের ওই ব্যাকপ্যাক খুঁজে হয়রান, সেটি আসলে সিডনির ডাবল বের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের টিম রুমে অন্য ব্যাগগুলোর সঙ্গেই ছিল। দলের দুটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে দ্য এজকে জানিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর মেলবোর্ন থেকে সিডনিতে এসেছিল ৬৪টি ব্যাগ। একজন সাপোর্ট স্টাফ ঘটনাক্রমে ওয়ার্নারের ব্যাগটি দেখেছিলেনও।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**